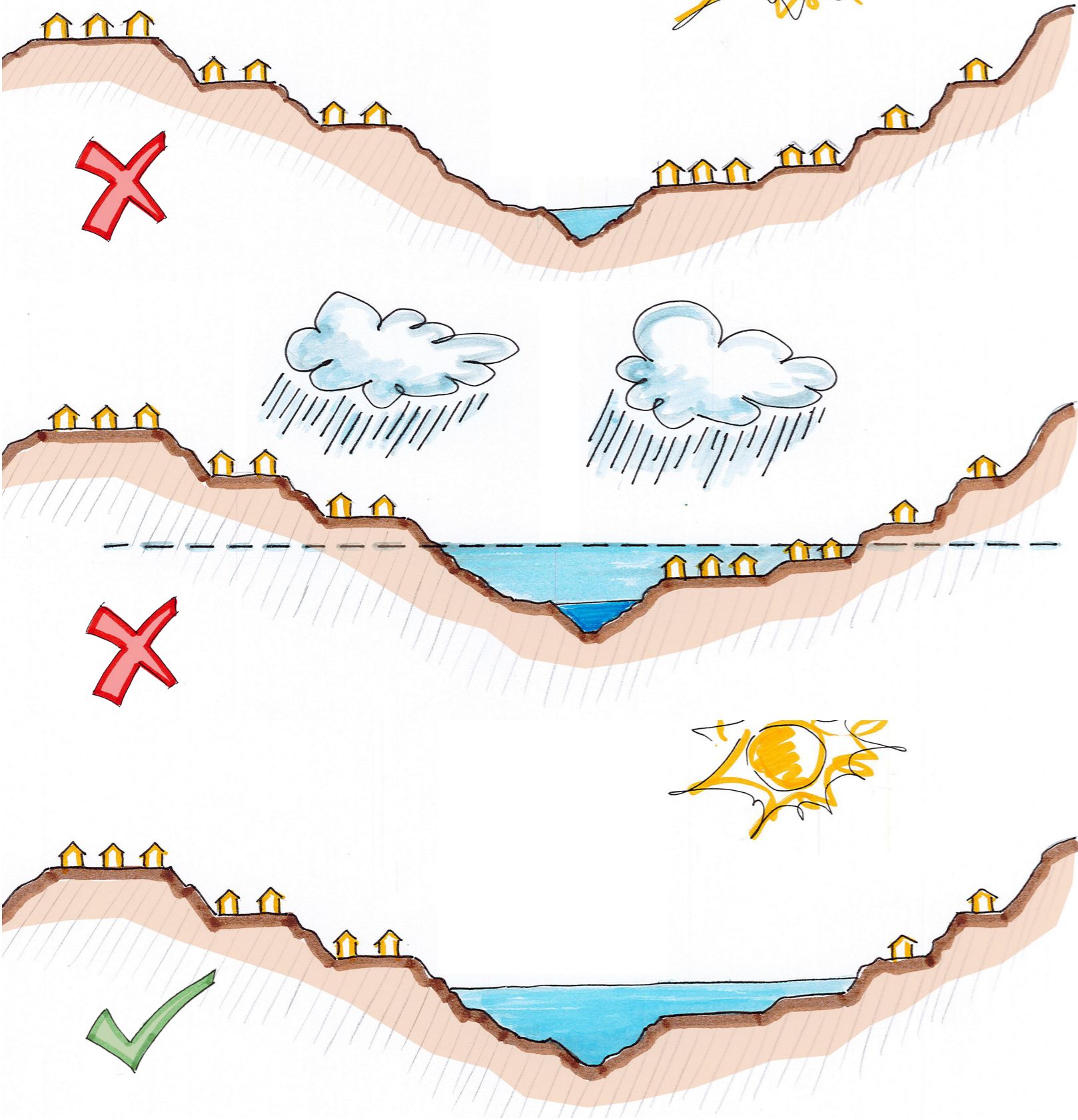
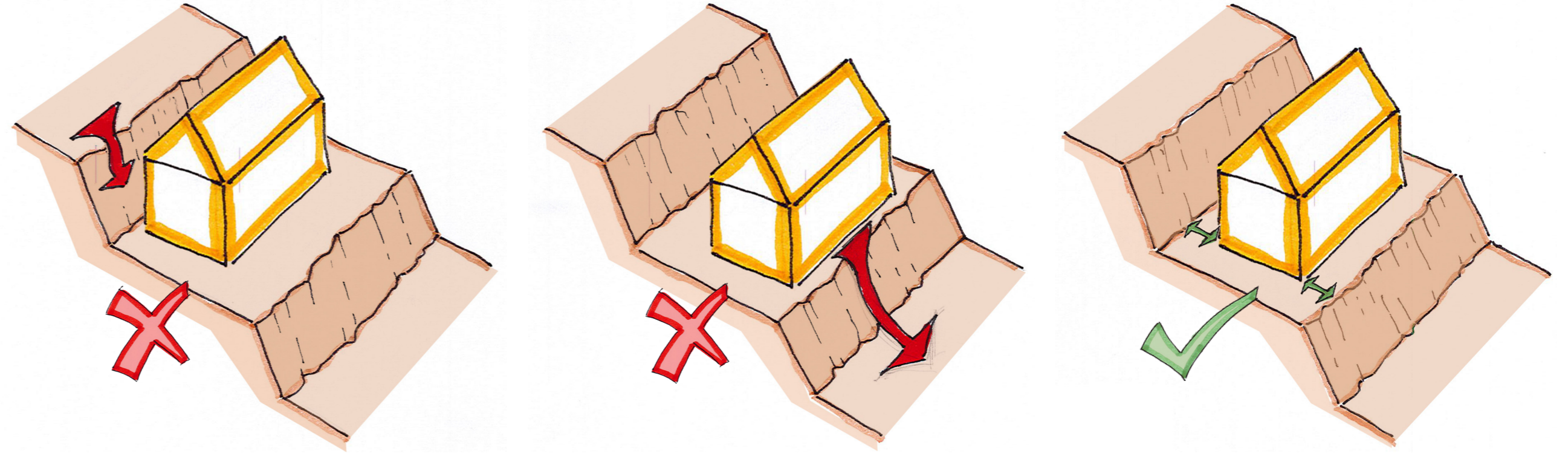


ঘর নির্মাণ কাজের জন্য স্থান

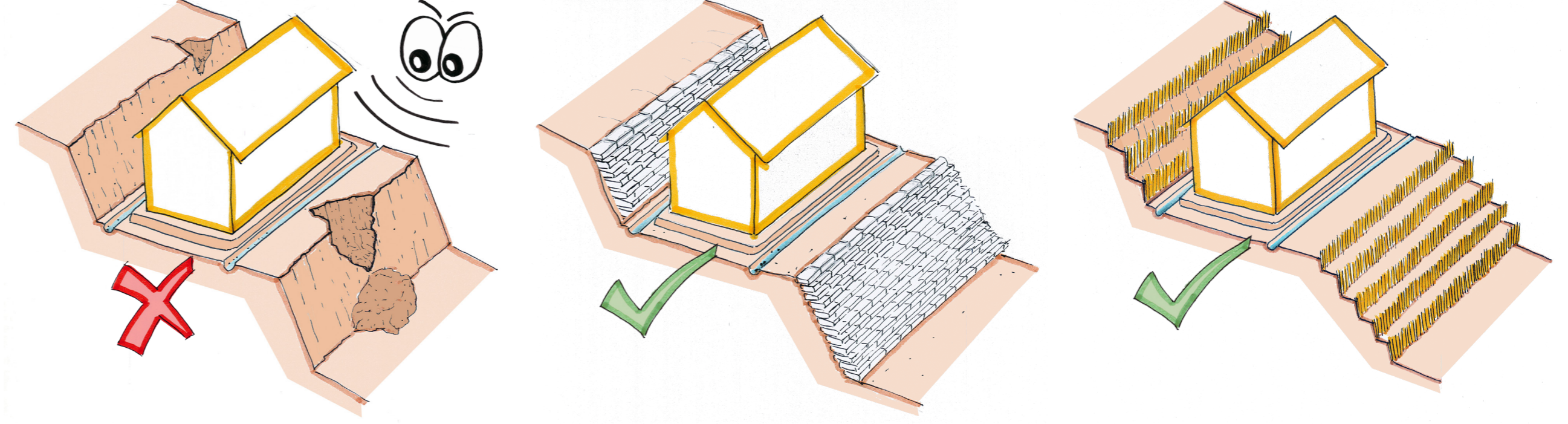
বন্যার ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকুন



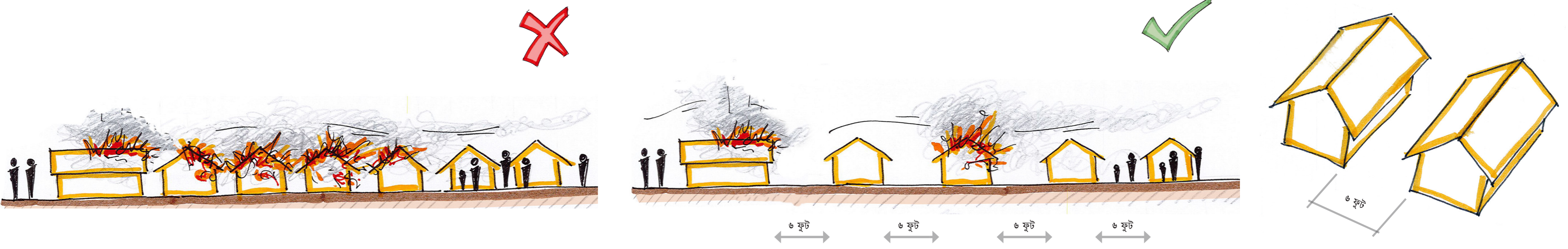
নির্বাচিত স্থানের মাঝখানে শেল্টারের স্থান নির্ধারণ করুন



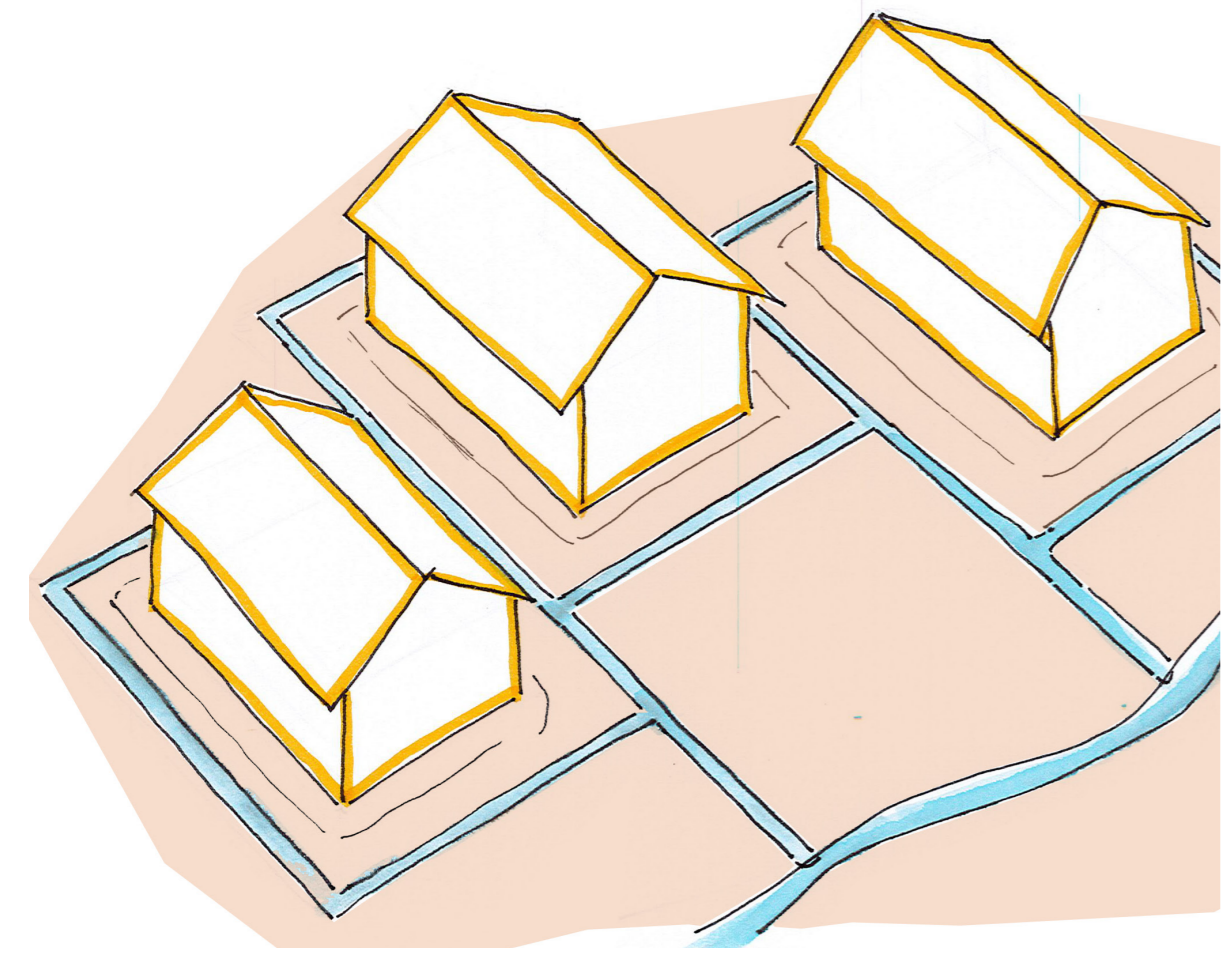
ঘরের সাথে লাগোয়া পাহাড়ের ঢাল নিয়মিত তদারকি করুন এবং বালি ব্যাগ / পাস্টিকের শীট / বাঁশের বেড়া / ভেটিভার ঘাস ব্যবহার করে সুরক্ষা করুন।



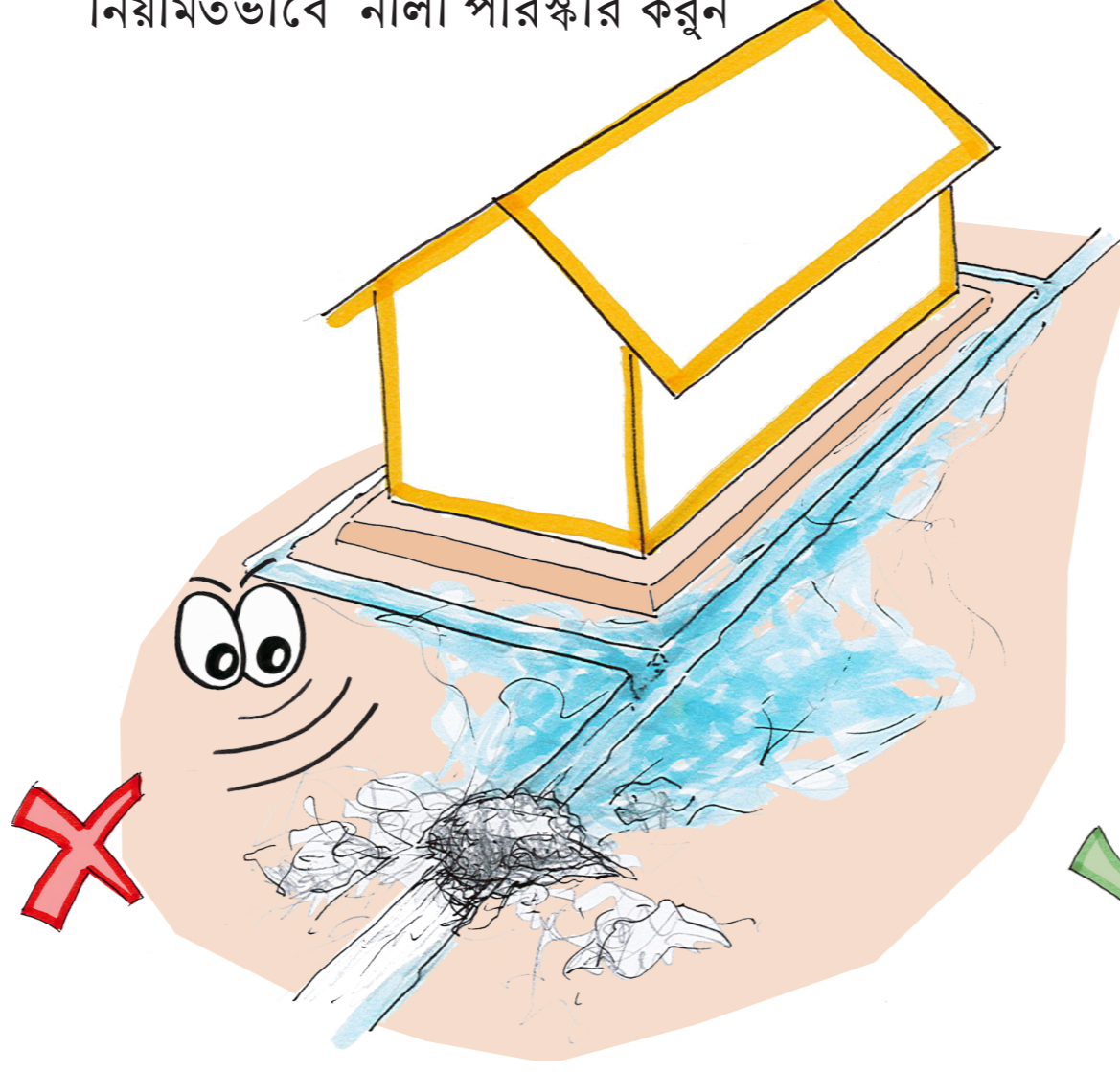
আগুনের ঝুঁকি থেকে সাবধানে থাকুন। দুইটি ঘরের মাঝে দূরত্ব বজায় রাখুন



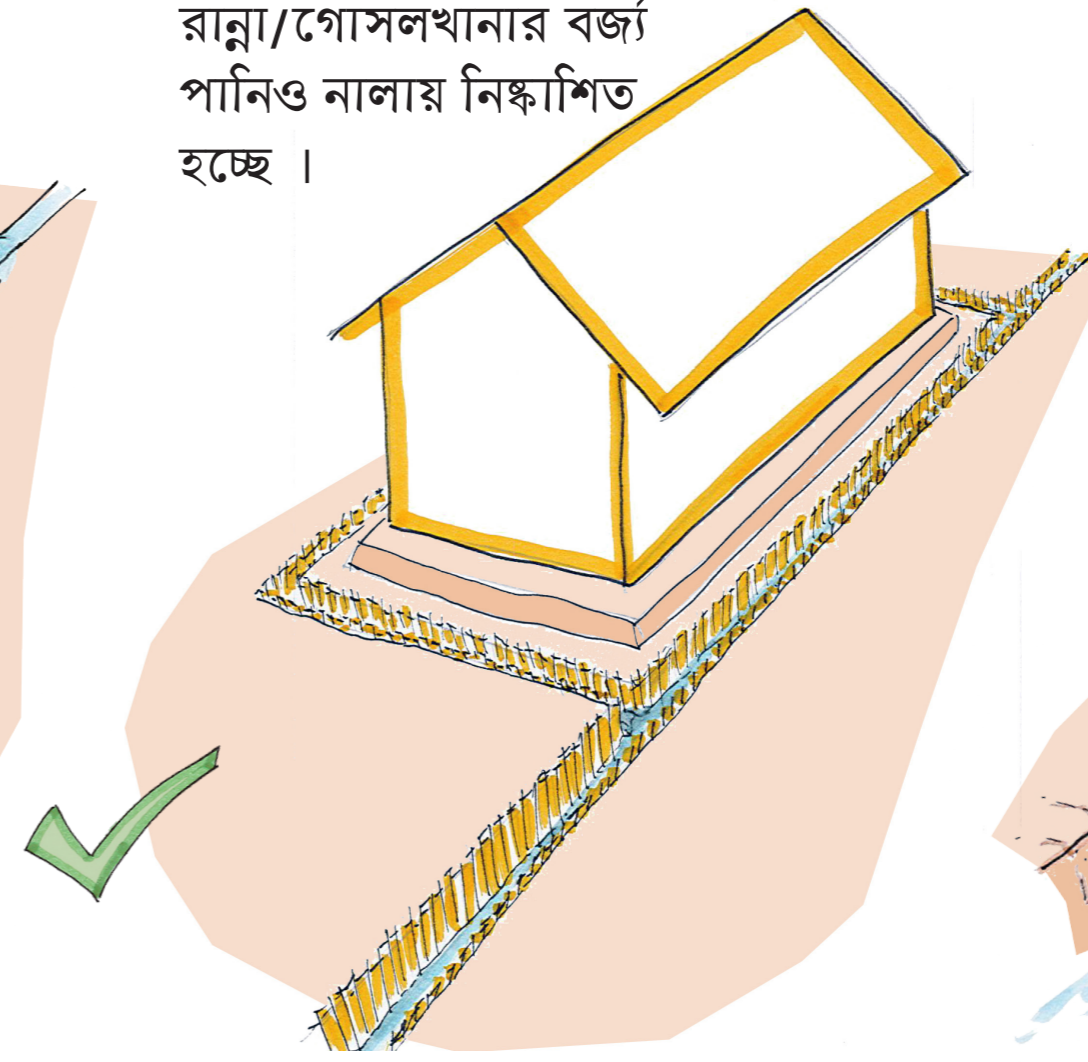
ঘরের চারপাশে নালা তৈরী করুন এবং আপনার নালাটি মূল নালায় সঙ্গে সংযুক্ত করুন



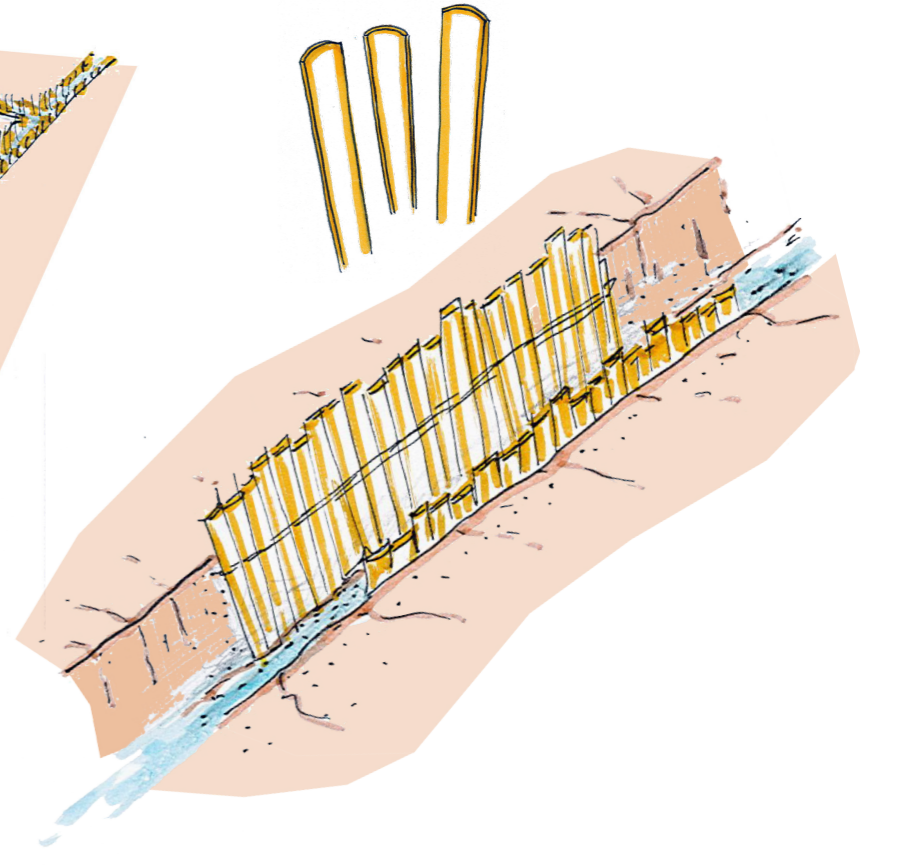
নিয়মিতভাবে নালা পরিষ্কার করুন



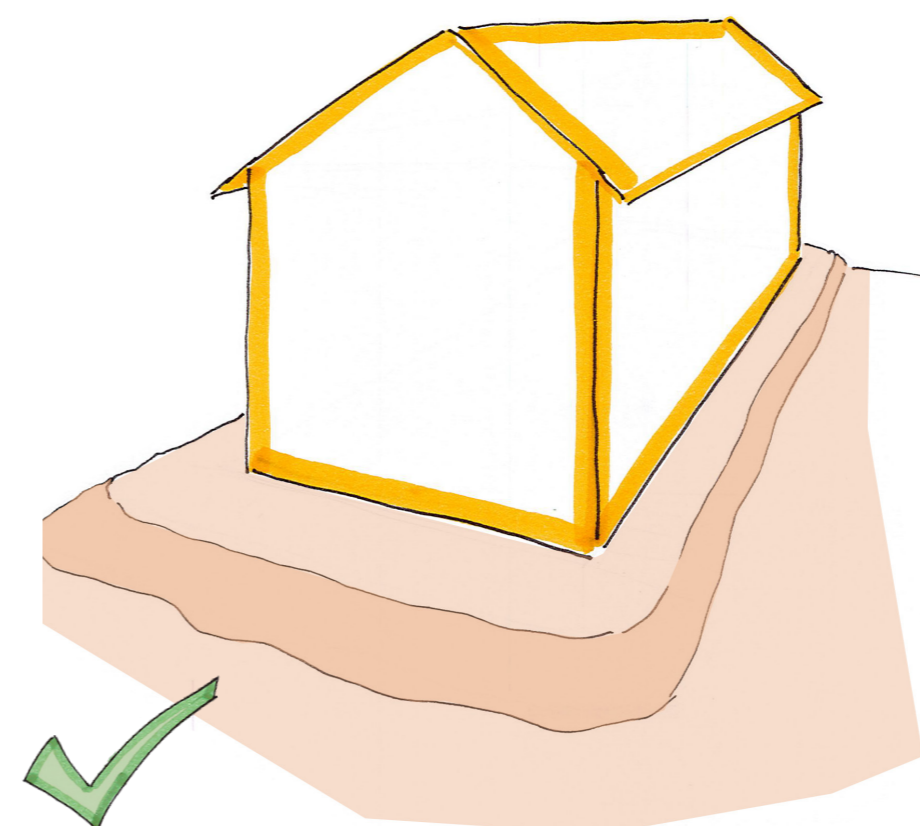
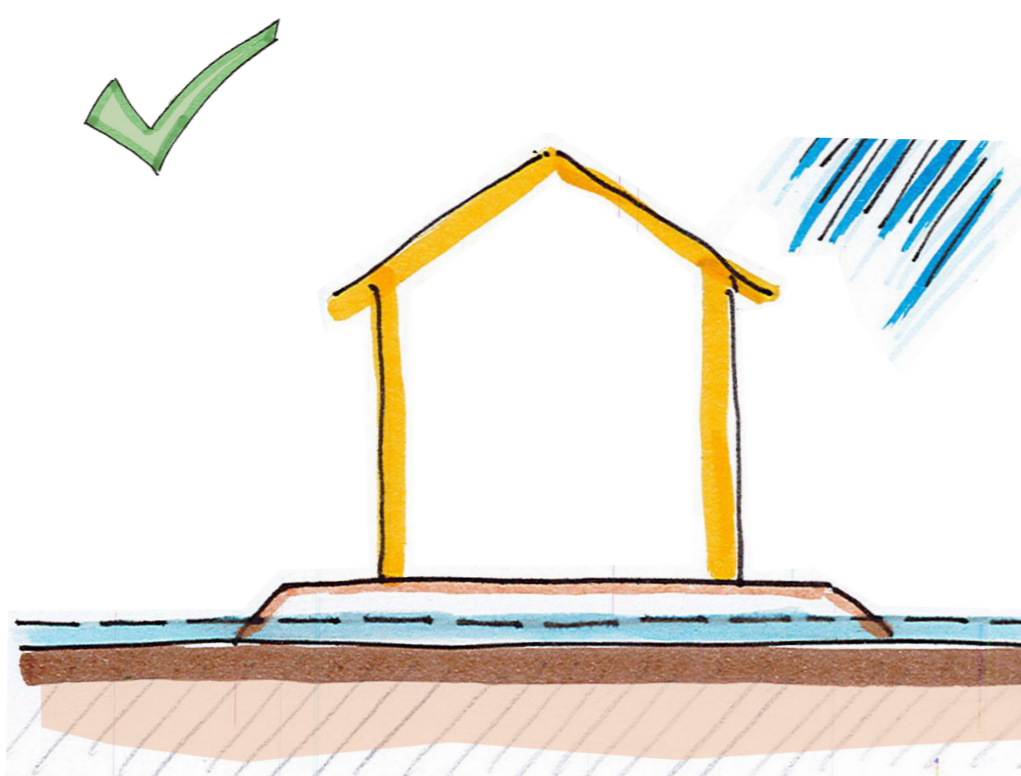
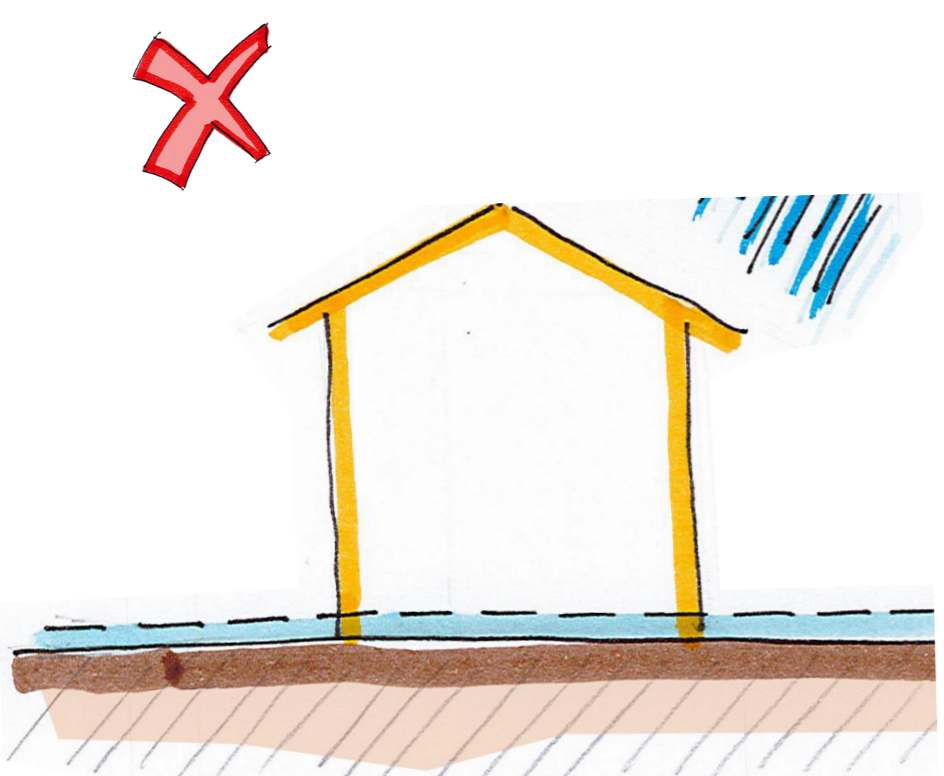
নিশ্চিত করুন যে রান্না/গোসলখানার বর্জ্য পানিও নালায় নিক্ষেপিত হচ্ছে।



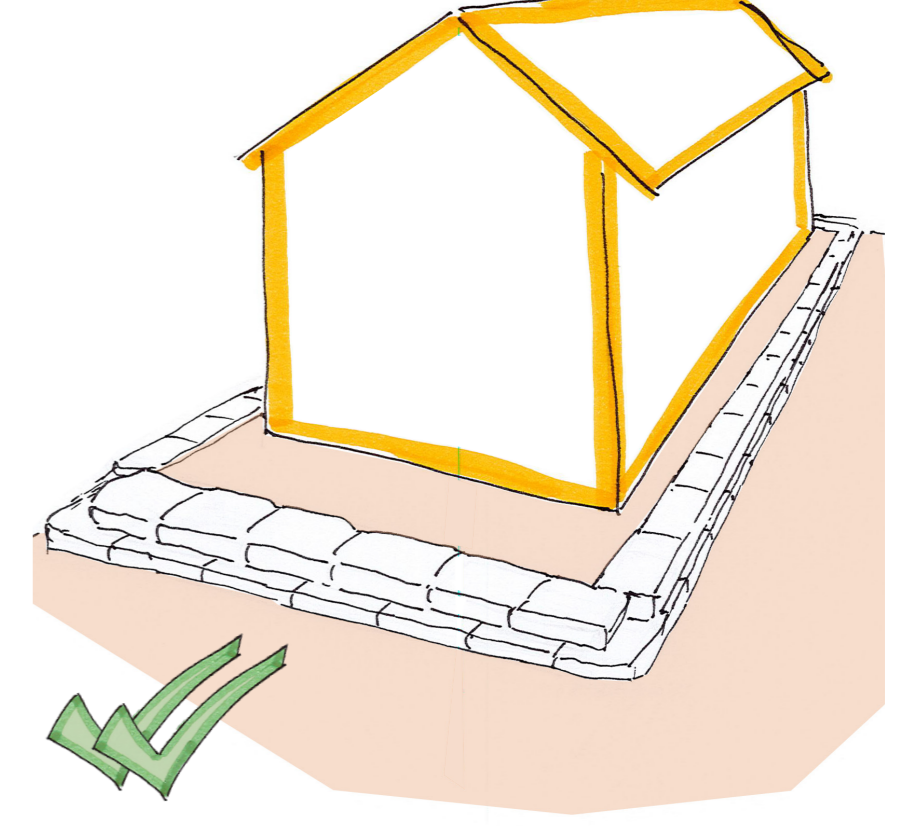
নিষ্কাশন নালায় দুই পাশ স্থিতিশীল করতে আপনি বিভক্ত/ফালি করা বাঁশ ব্যবহার করতে পারেন



বৃষ্টির পানি ঘরের ভিতরে প্রবেশ রোধ করার জন্য আপনার ভিটি প্লট এর তল থেকে উঁচু করুন



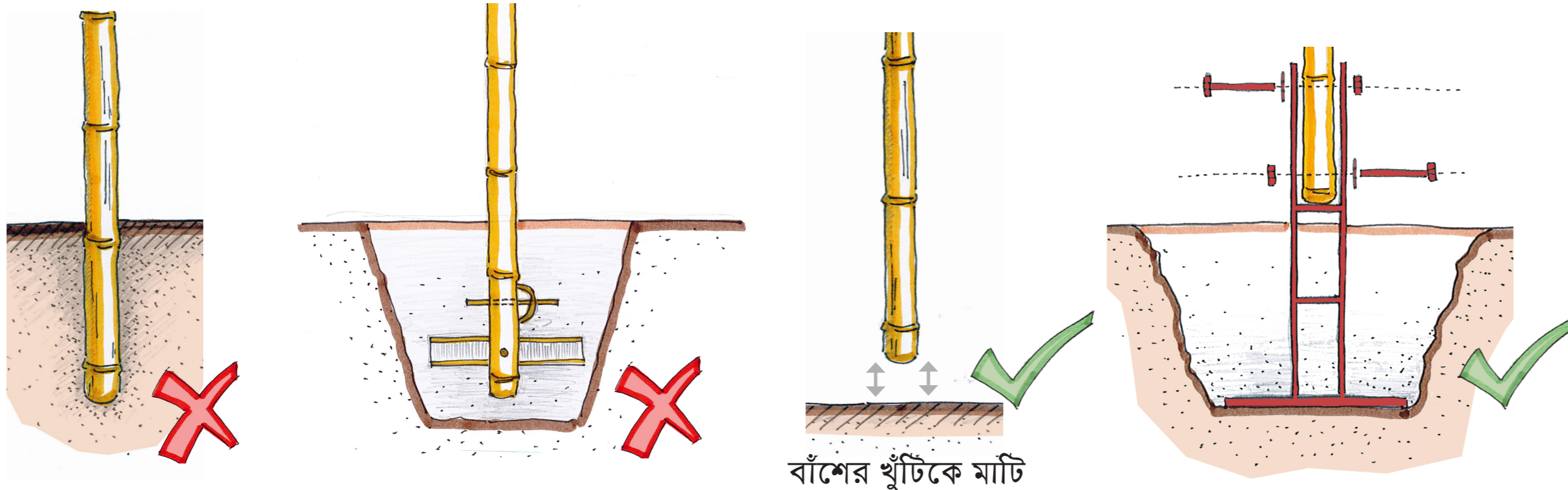
মাটি ভরাট করে আপনার ঘরের ভিটি উঁচু করুন এবং দরমুজ করে মাটি শক্ত/দৃঢ় করুন



আপনি বালির ব্যাগ/পাটের ব্যাগে ১(সিমেন্ট): ৬(বালি) ভরাট করেও ভিটির চারপাশে ব্যবহার করতে পারেন

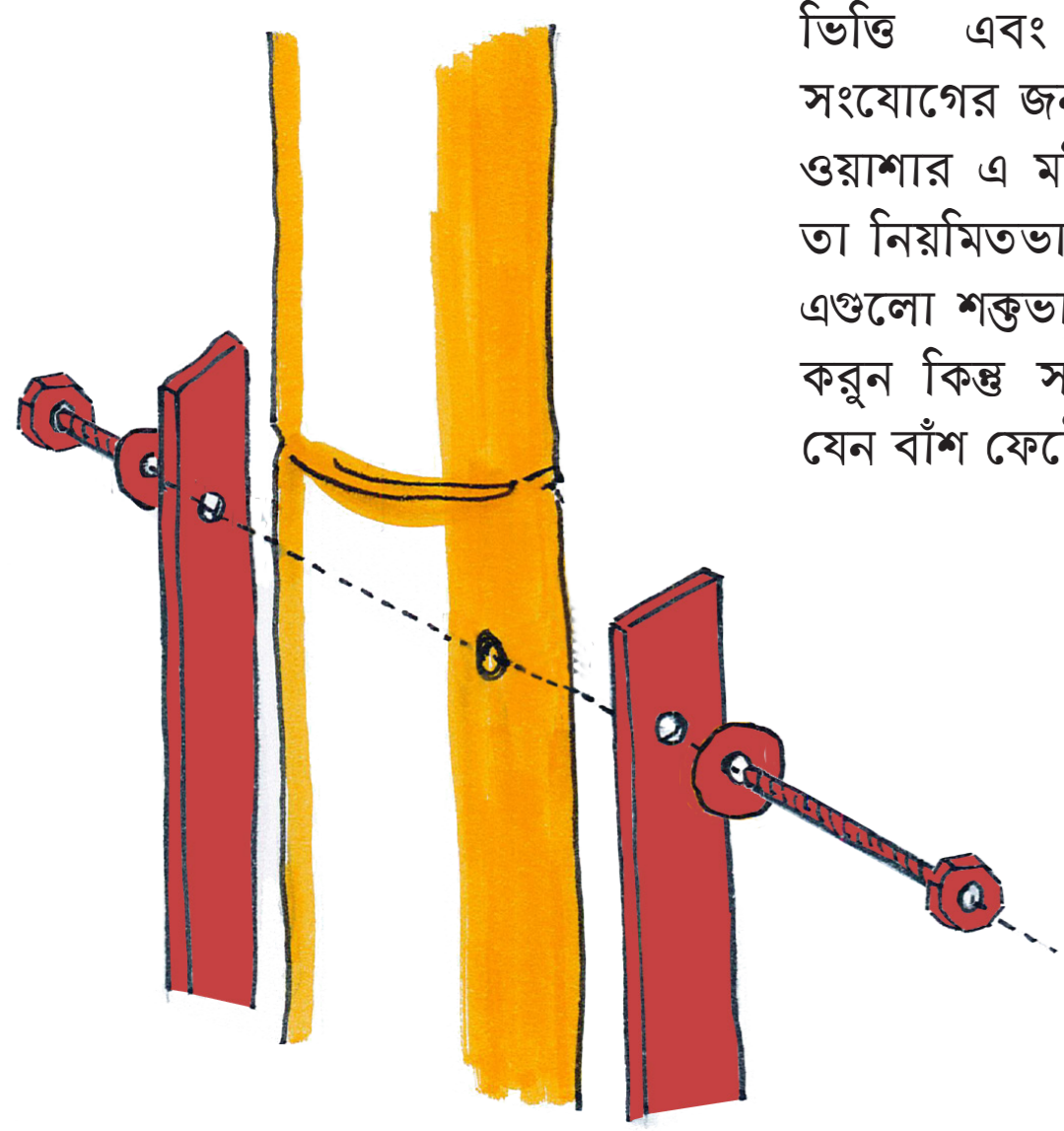
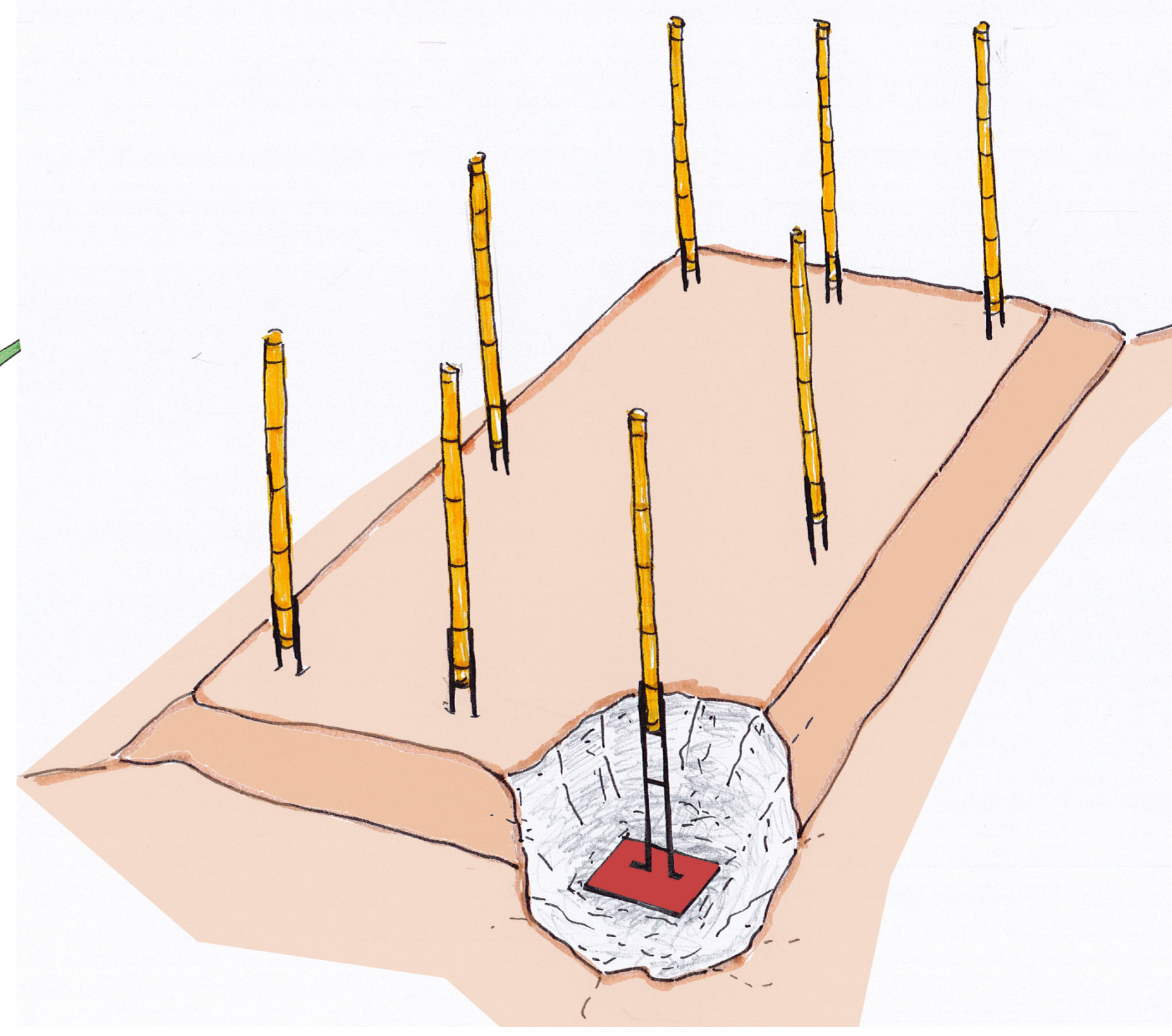
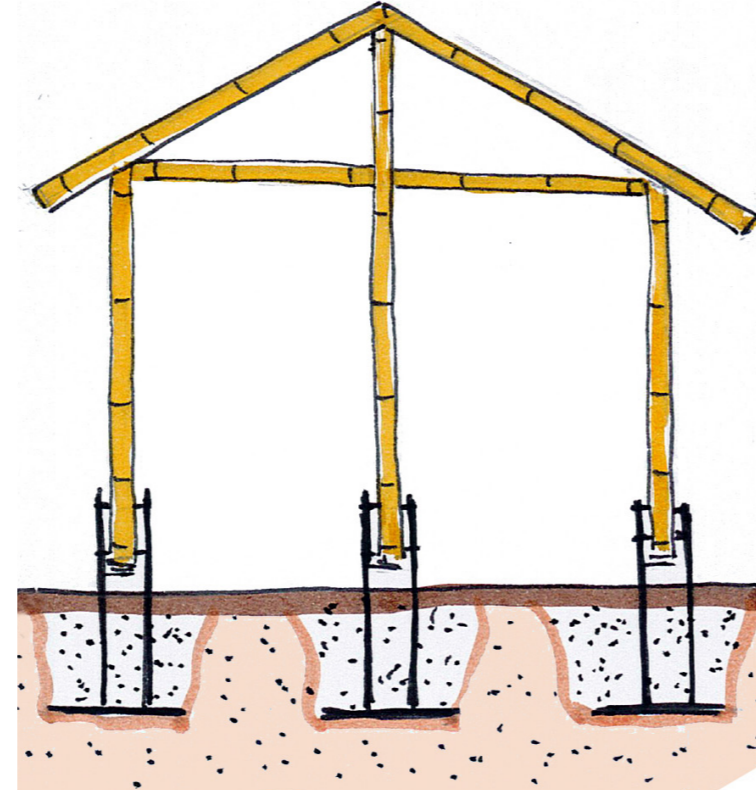
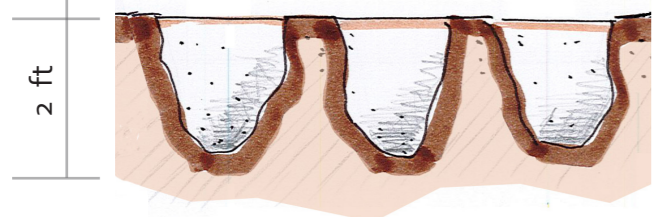
ভিত্তি

পচন রোধ করার জন্য বাঁশের খুঁটিকে মাটি থেকে দূরে রাখুন এবং মজবুত ভিত্তি তৈরী করুন



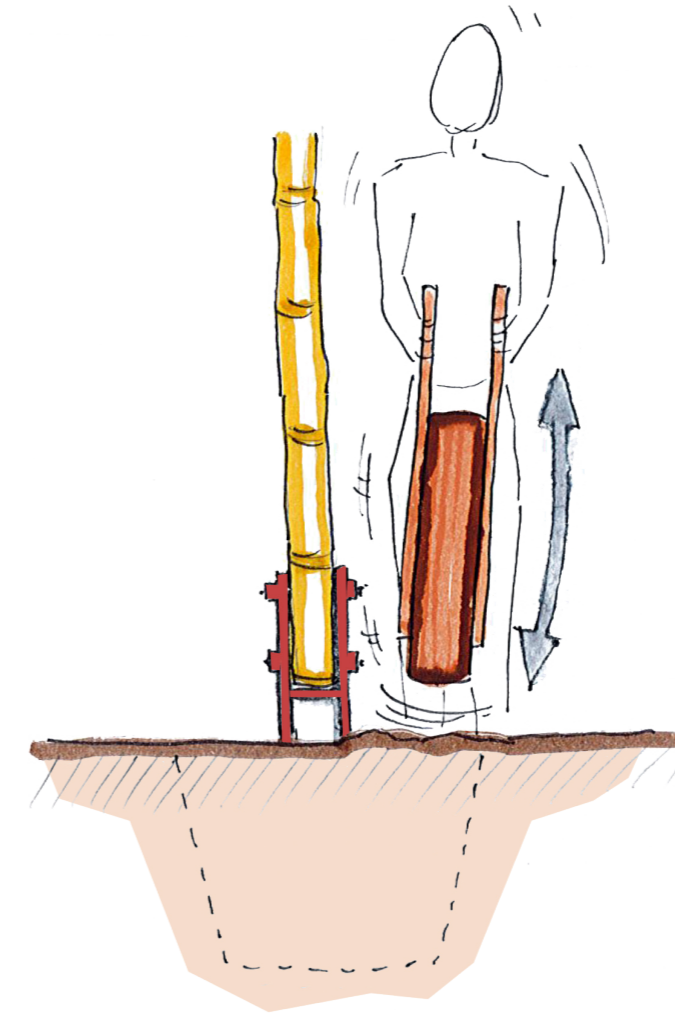
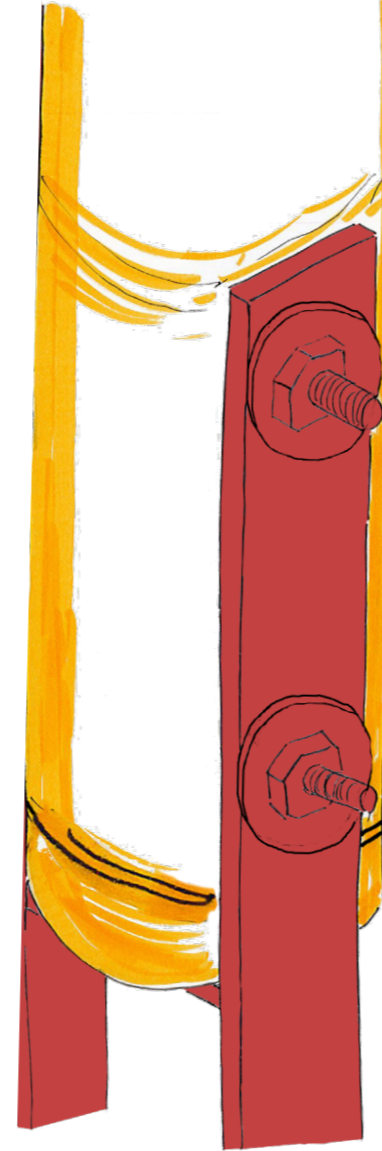
বাঁশের খুঁটিকে মাটি থেকে দূরে রাখুন

ফুটিং/কাতলা স্থাপন করার জন্য ২ ফুট গভীর গর্ত করুন। ফুটিংগুলো স্থাপন করুন। ফুটিংয়ে গর্তগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করুন এবং দৃঢ়ভাবে মাটি দরমুজ করুন।

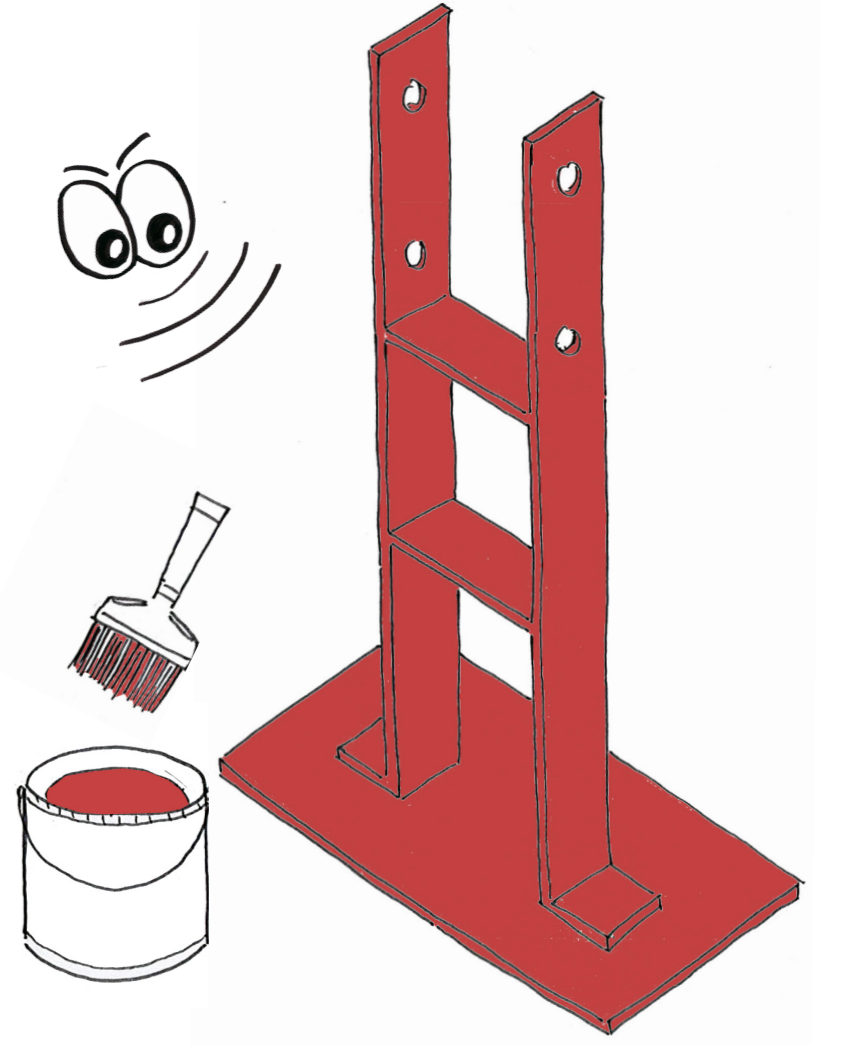


ভিত্তি এবং বাঁশের খুঁটির সংযোগের জন্য ব্যবহৃত বোল্ট, ওয়াশার এ মরিচা ধরেছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করুন। এগুলো শক্তভাবে পেঁচিয়ে টাইট করুন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন বাঁশ ফেটে না যায়

বাঁশ ফেটে যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য এমনভাবে বাঁশ কাটুন যেন সংযোগ বোল্ট এর নিচে একটি গিট থাকে।



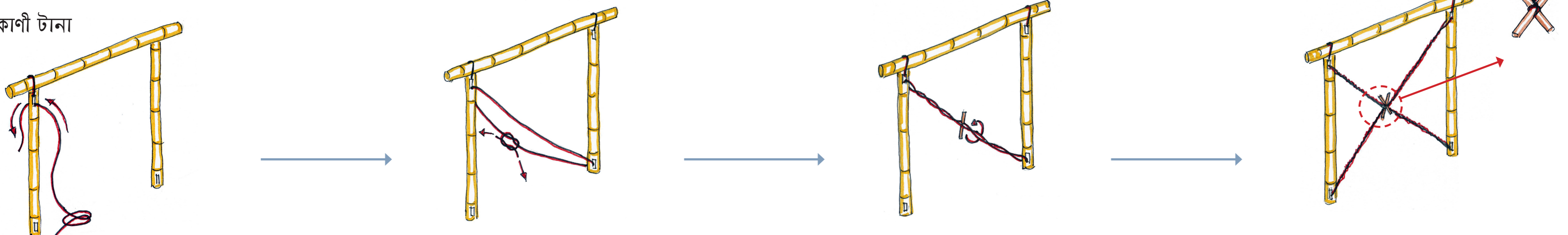
ফুটিং এর চারিপাশের মাটি দরমুজ করুন।



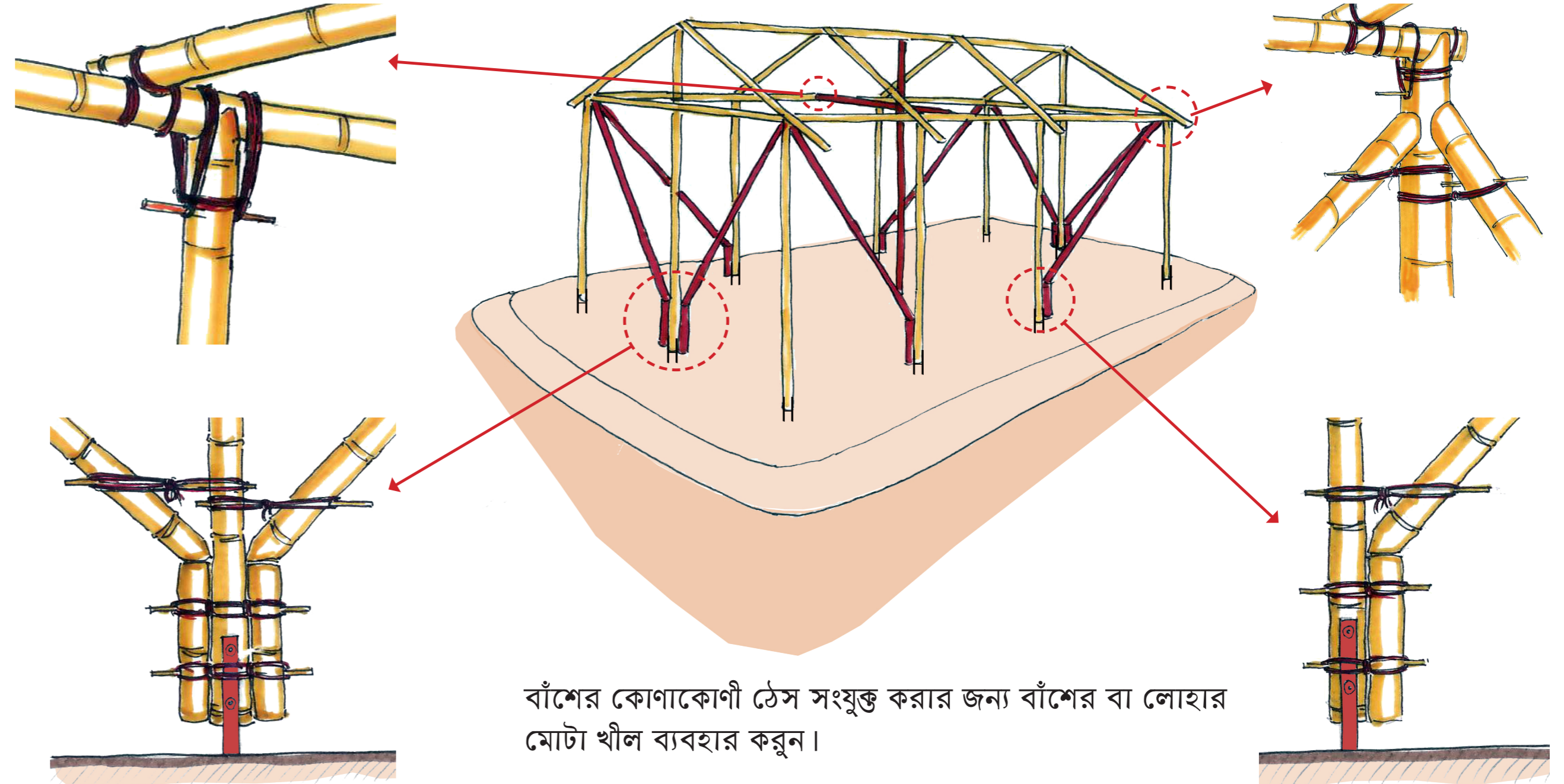
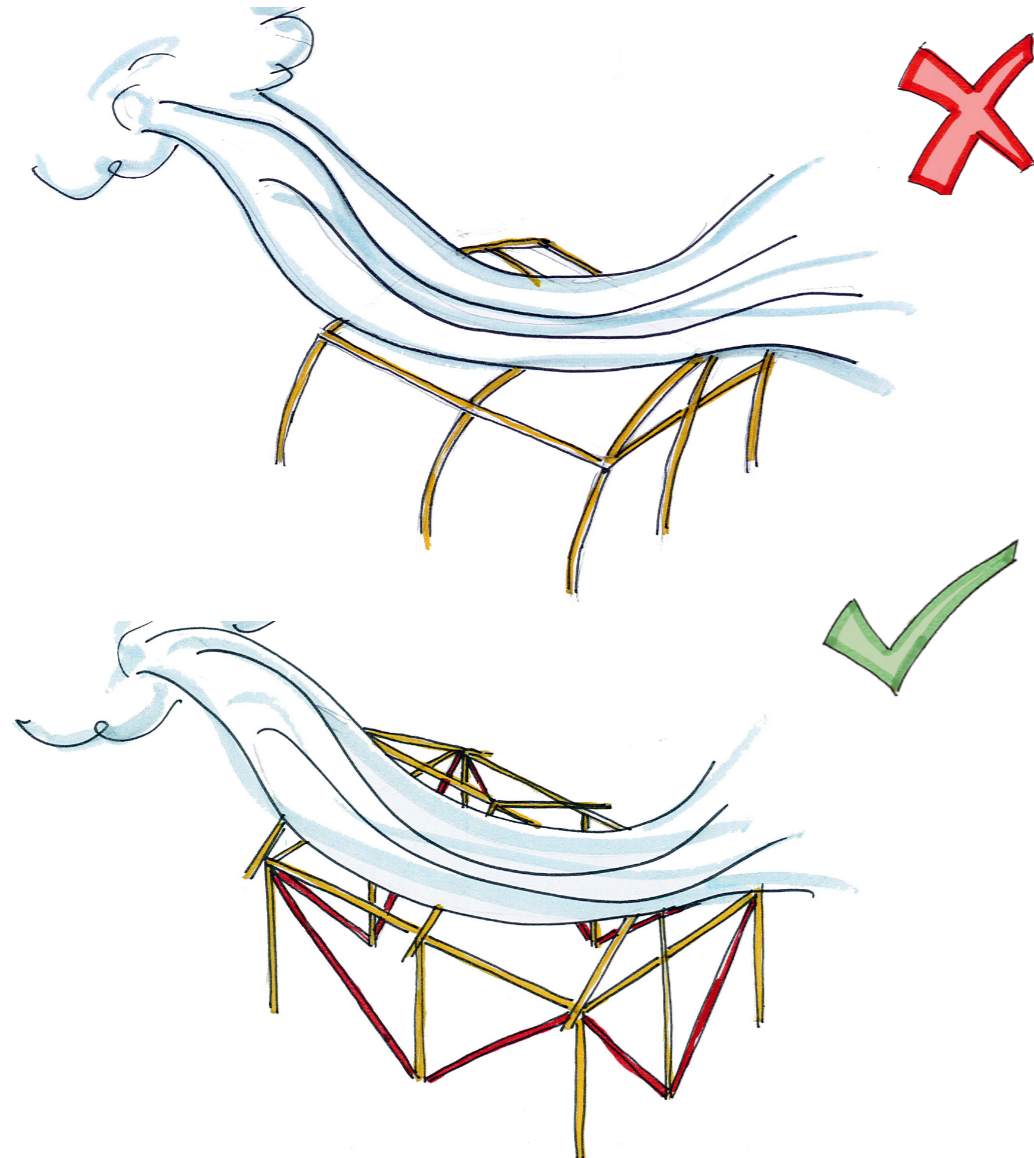
মরিচা পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে এন্টি-করোসিভ পেইন্ট দিয়ে দিয়ে প্রলেপ দিন

ঘরের কাঠামো

বাঁশ অথবা দড়ির মাধ্যমে কোণাকোণী ঠেস/টানা ব্যবহার করে ঘরের কাঠামো মজবুদ করুন দড়ির কোণাকোণী টানা



বাঁশের কোণাকোণী ঠেস

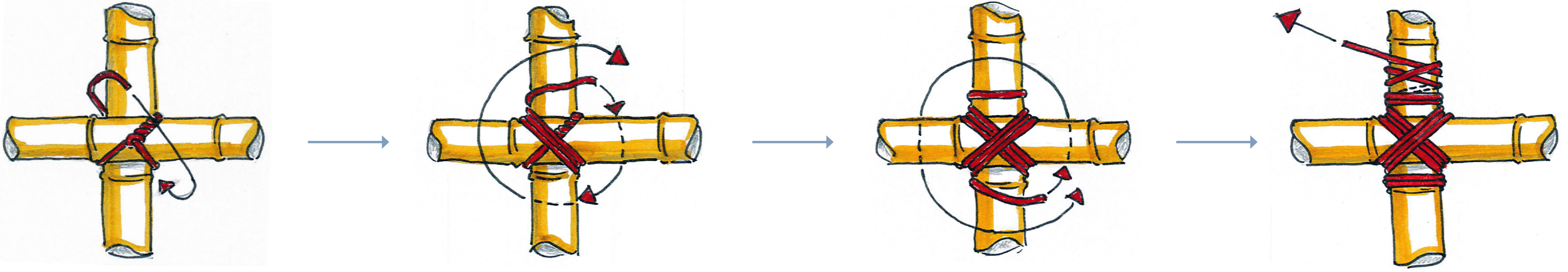


বাঁশের কোণাকোণী ঠেস সংযুক্ত করার জন্য বাঁশের বা লোহার মোটা খীল ব্যবহার করুন।

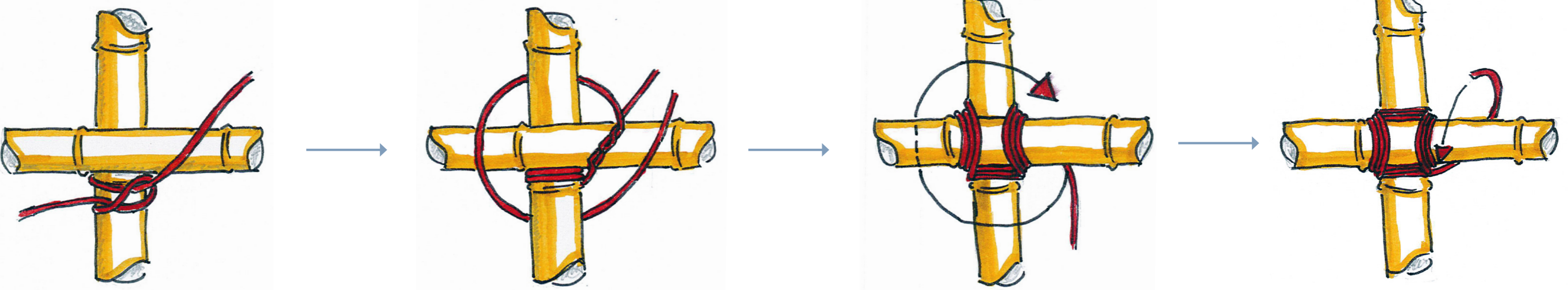
সংযোগ/বাঁধন

ঘরের সংযোগস্থলগুলির বাঁধন মজবুত করুন

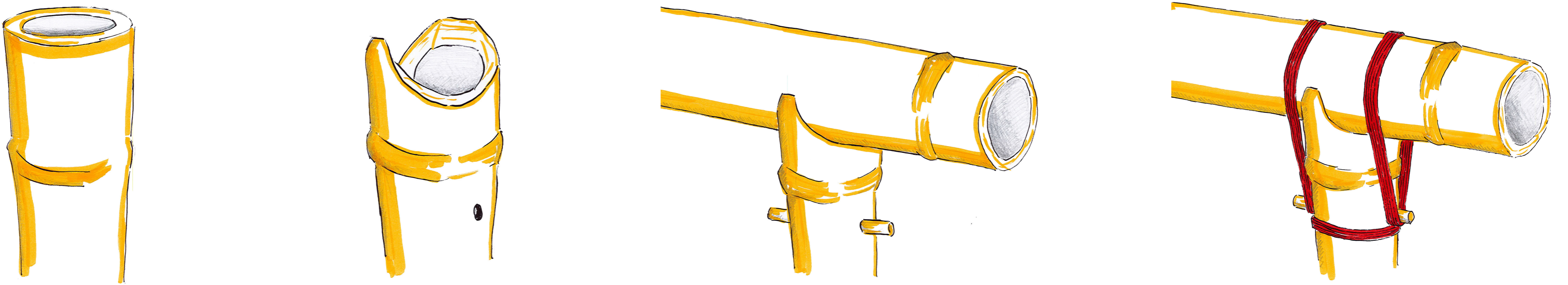
কোণাকোণী বাঁধন



বর্গাকার বাঁধন

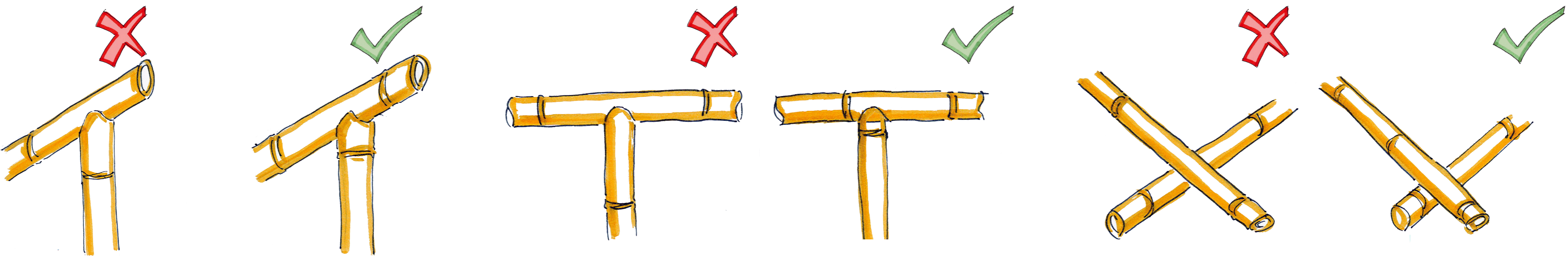


খুঁটি / বীম/ মাছের মুখের মত করে জোড়া / সংযোগ



বাঁশের জোড়া দেয়ার/সংযোগ করার সময় গিটের অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকুন

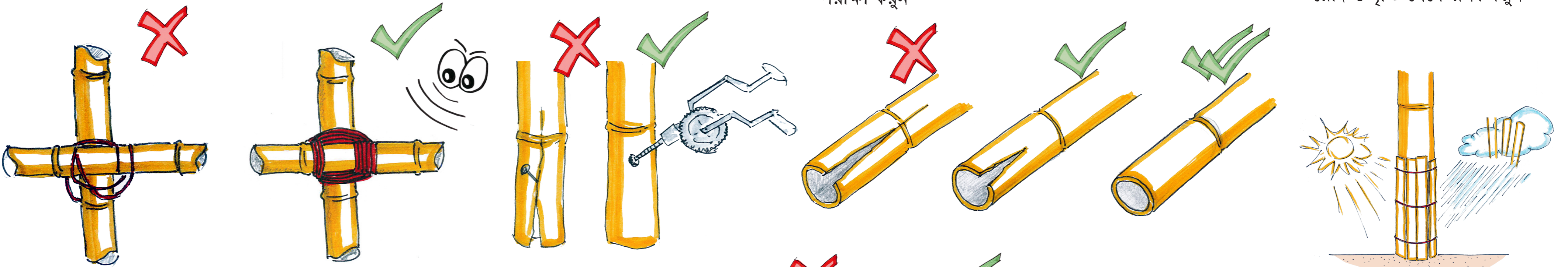
প্রতিটি জোড়ার পরে একটি গিঁট রাখুন



নিয়মিতভাবে বাঁধন তদারকি করুন

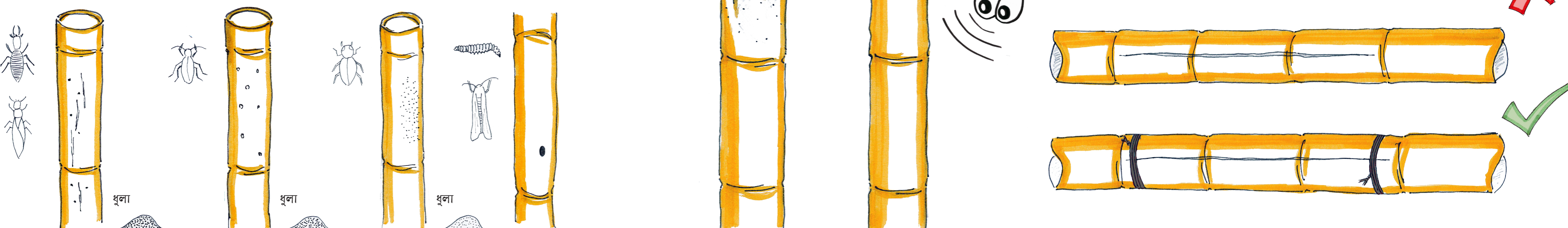
বাঁশের খুঁটি ফেটে গেছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ/ পরীক্ষা করুন

বাঁশের খুঁটিকে বাঁশের চটা দিয়ে রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন



বাঁশের খুঁটিতে পোকা আক্রমণ করেছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করুন। গুড়া বা পাউডার পোকা আক্রমণের লক্ষণ

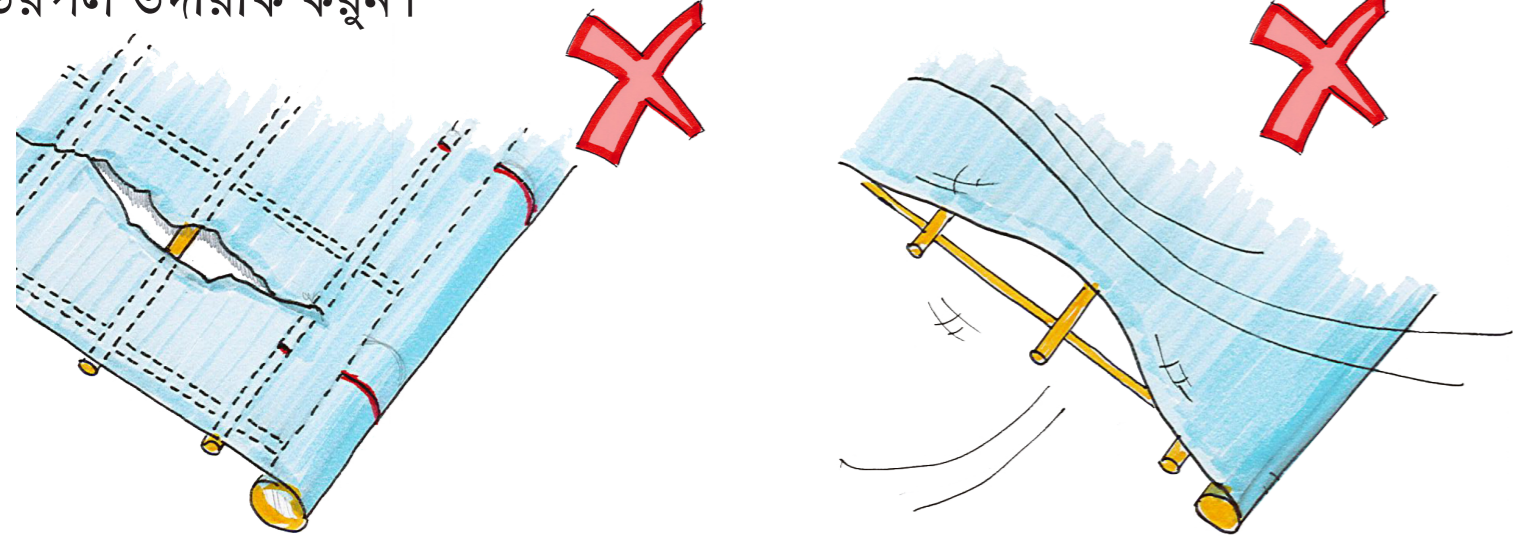
গিটকে মজবুত করা ও বাঁশ ফেটে যাওয়া রোধ করার জন্য গ্যালভানাইজড তার ব্যবহার করুন।



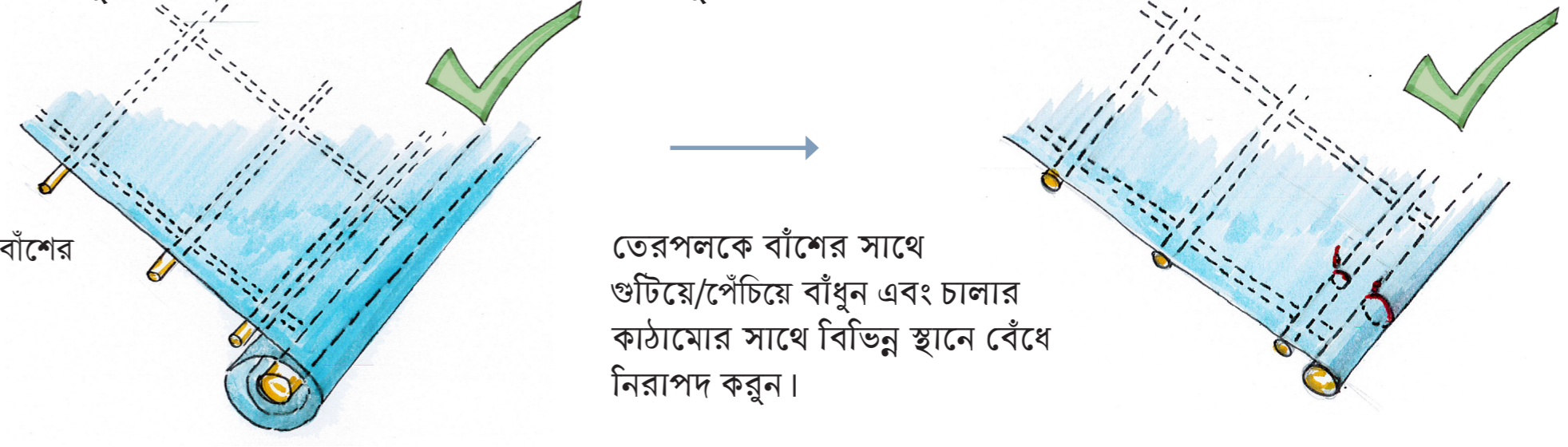
পচে যাওয়া ও পোকা আক্রান্ত বাঁশ পরিবর্তন করুন

তেরপল/ চালা

ঘরের চালার কাঠামোর সাথে তেরপলকে সুরক্ষিত করুন এবং নিয়মিত তেরপল তদারকি করুন।



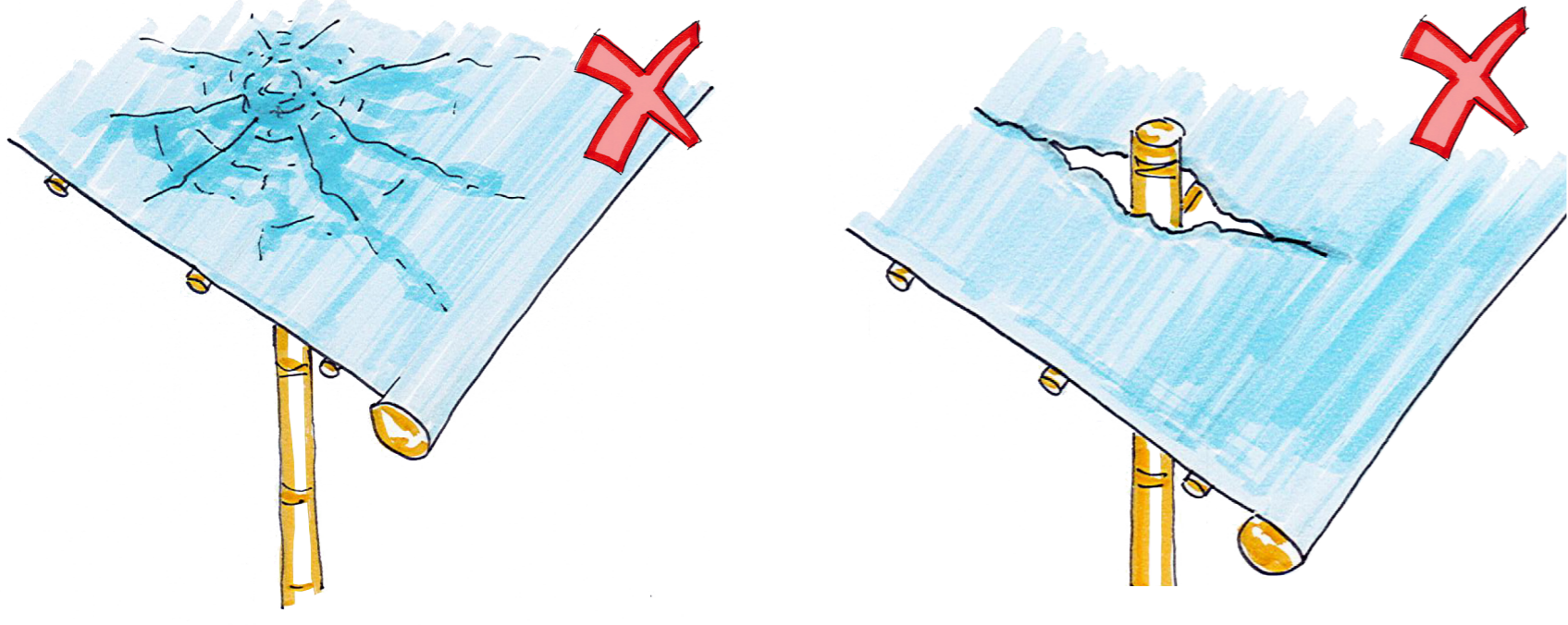
তেরপলে কোন ছিদ্র হয়েছে কিনা বা অন্য কোনভাবে নষ্ট হয়েছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন। নিশ্চিত করুন যে, তারপালিনকে টান টান করে মজবুদভাবে চালার কাঠামোর সাথে বাঁধা হয়েছে।



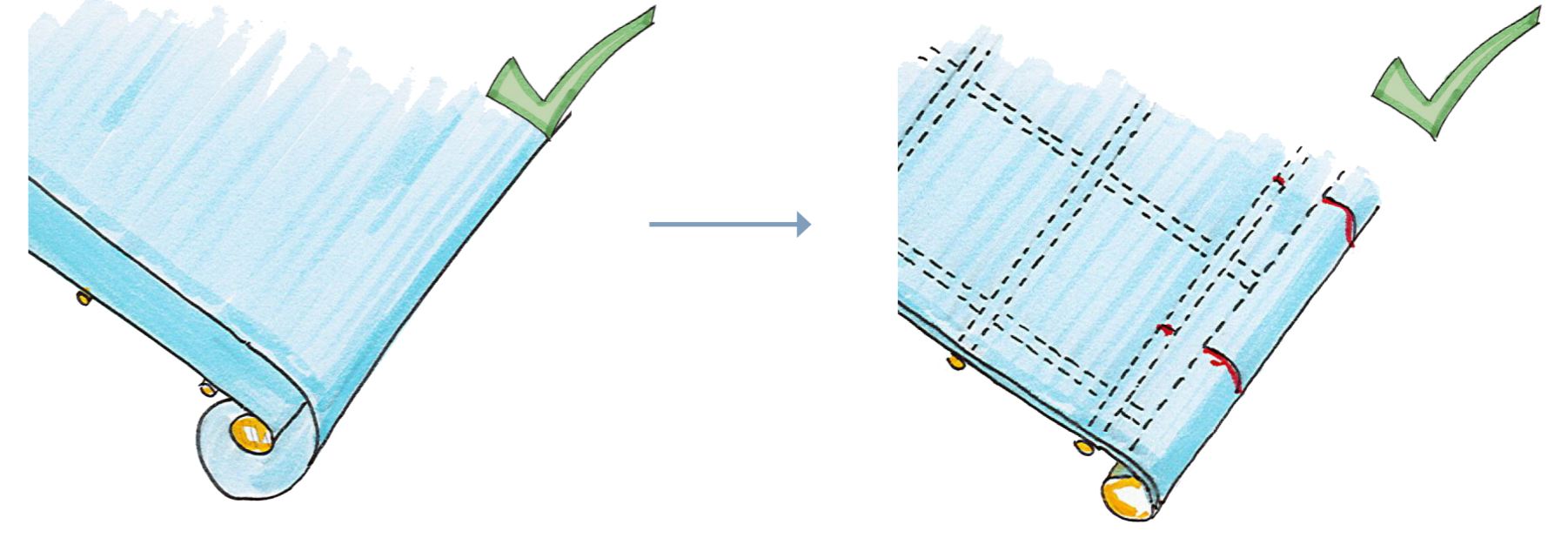
চালার শেষ প্রান্তে তেরপলকে বাঁশের সাথে গুটিয়ে/পেঁচিয়ে বাঁধুন

তেরপলকে বাঁশের সাথে গুটিয়ে/পেঁচিয়ে বাঁধুন এবং চালার কাঠামোর সাথে বিভিন্ন স্থানে বেঁধে নিরাপদ করুন।

বাঁশের ধারালো অংশ যেন তেরপলকে খোঁচা দিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন

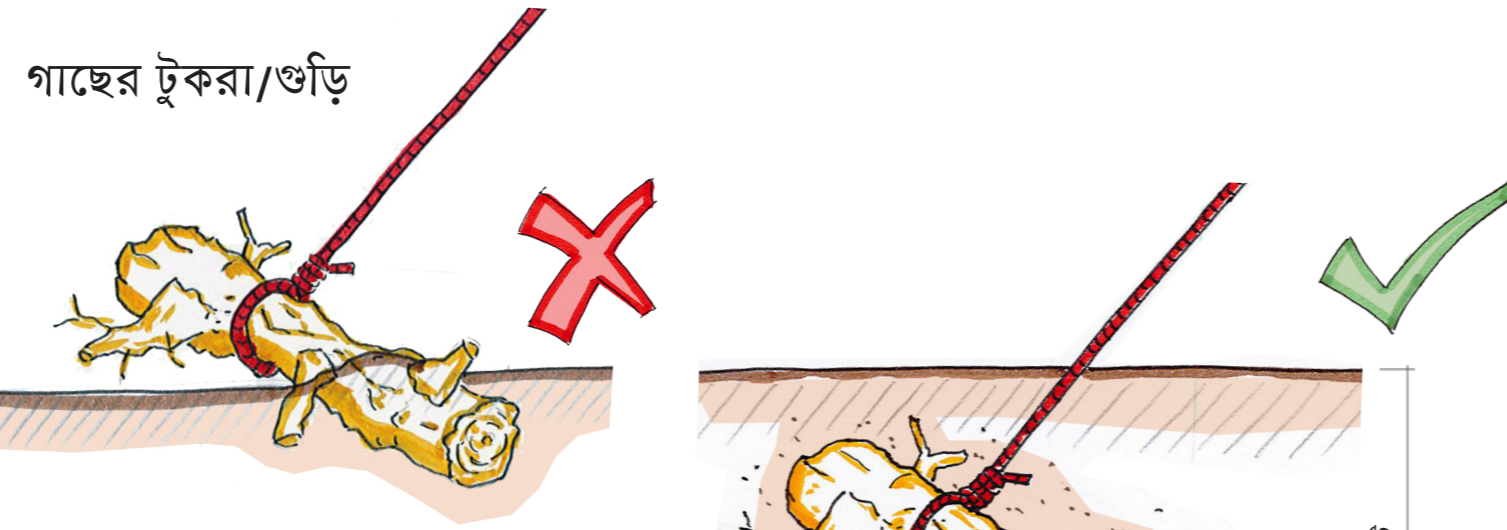


নষ্ট হয়ে যাওয়া তেরপলের উপর আপনি দ্বিতীয় তেরপল ব্যবহার করতে পারেন। এটা তুলনামূলক বেশি গরম ও ঠান্ডা নিরোধক হিসাবেও কাজ করবে।

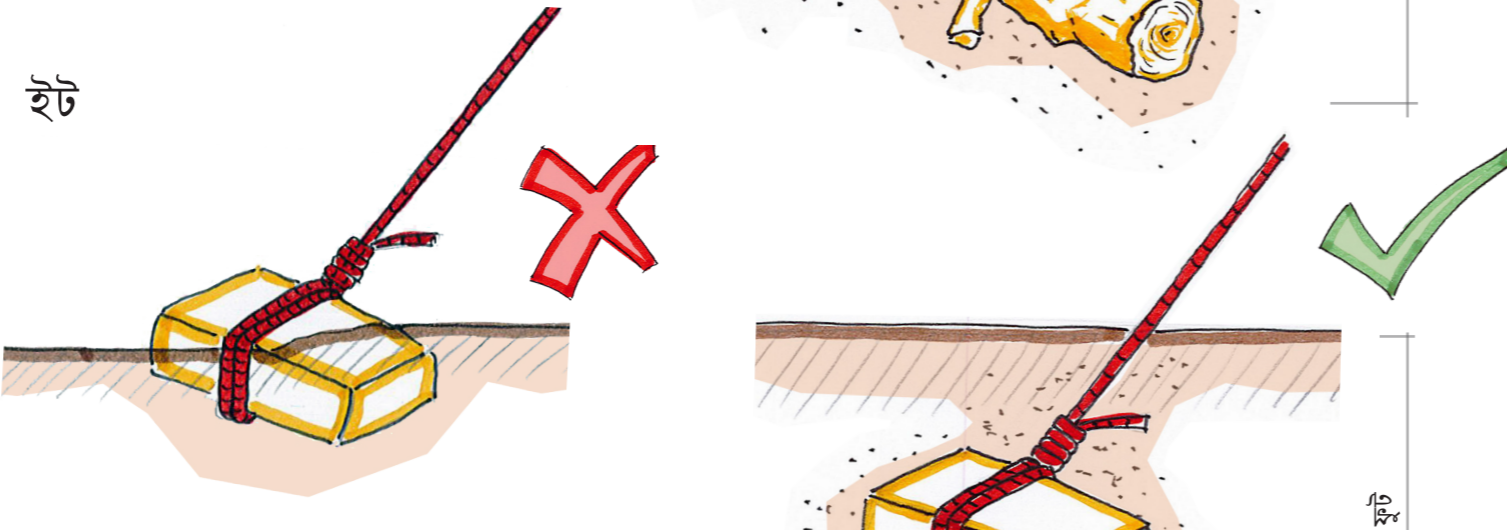


দড়ির সাহায্যে চালার কাঠামো মাটিতে নোজর করে চালাকে সুরক্ষিত করুন।

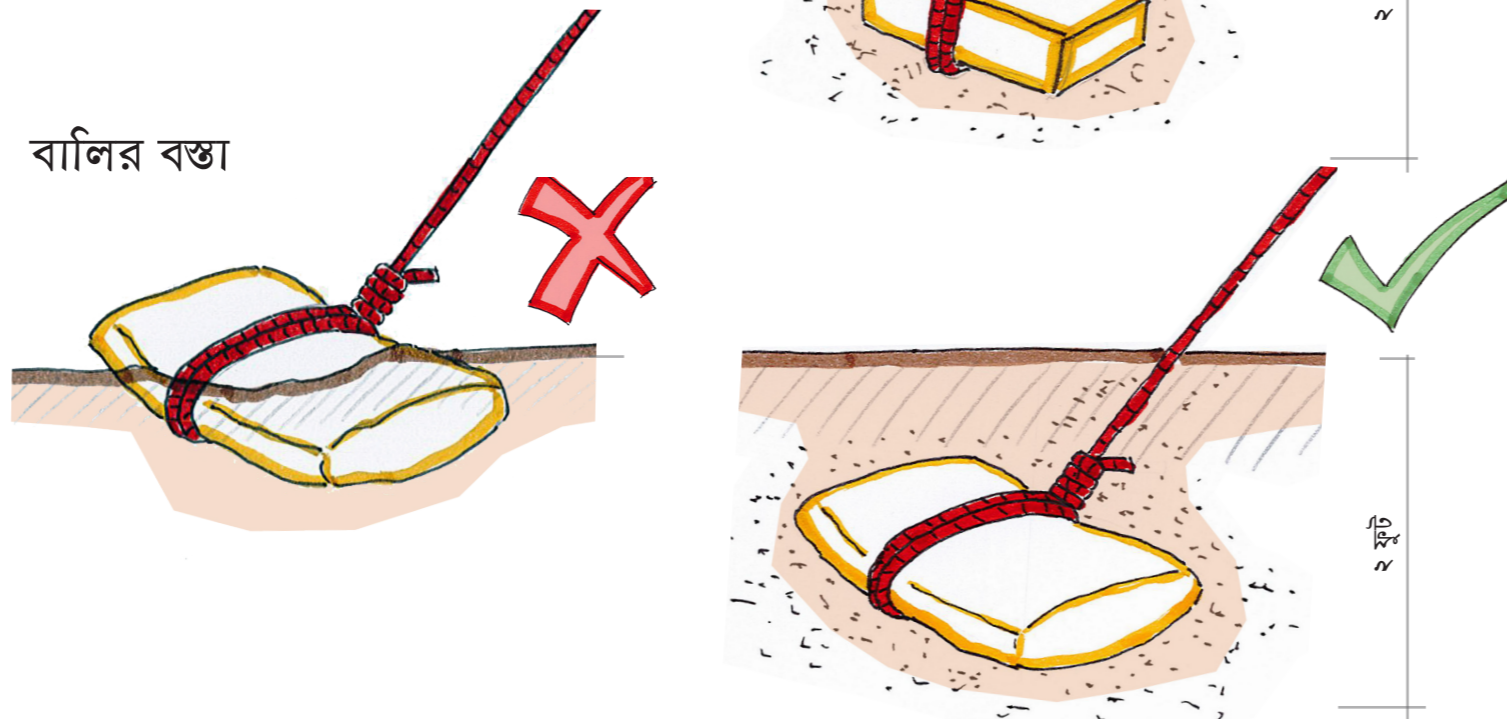
গাছের টুকরা/গুড়ি



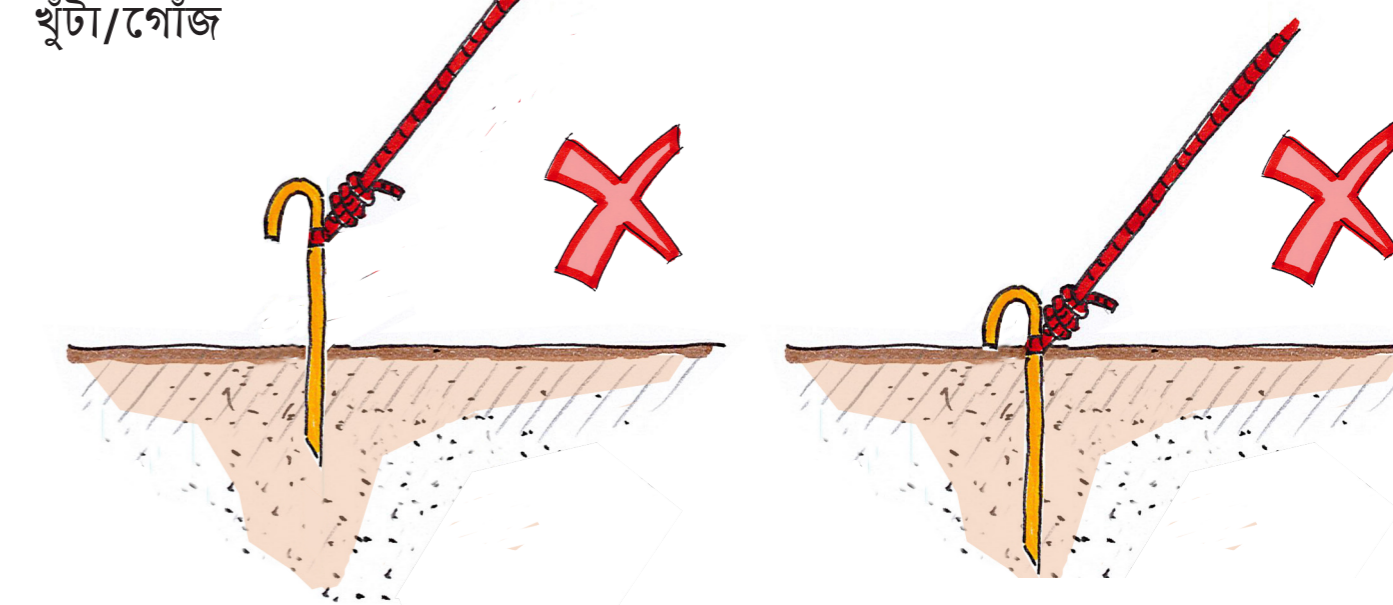
ইট



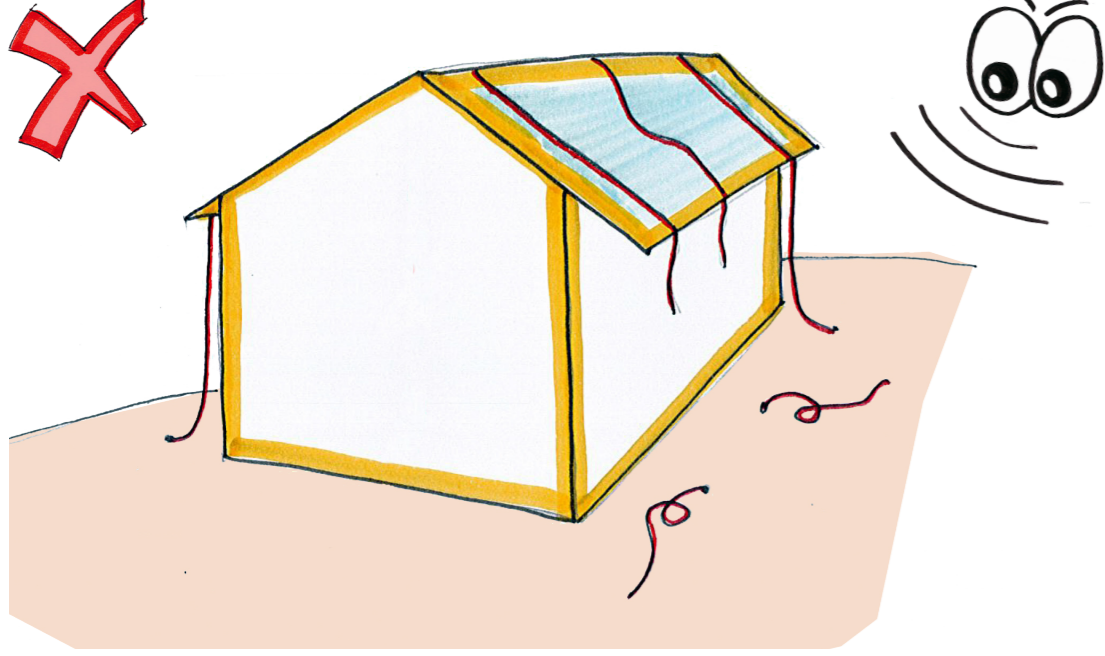
বালির বস্তা



৪৫ ডিগ্রী কোণে স্টীলের খুঁটা/গোঁজ



চালার সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত নোজর এবং দড়ি নিয়মিত পরিদর্শন করুন

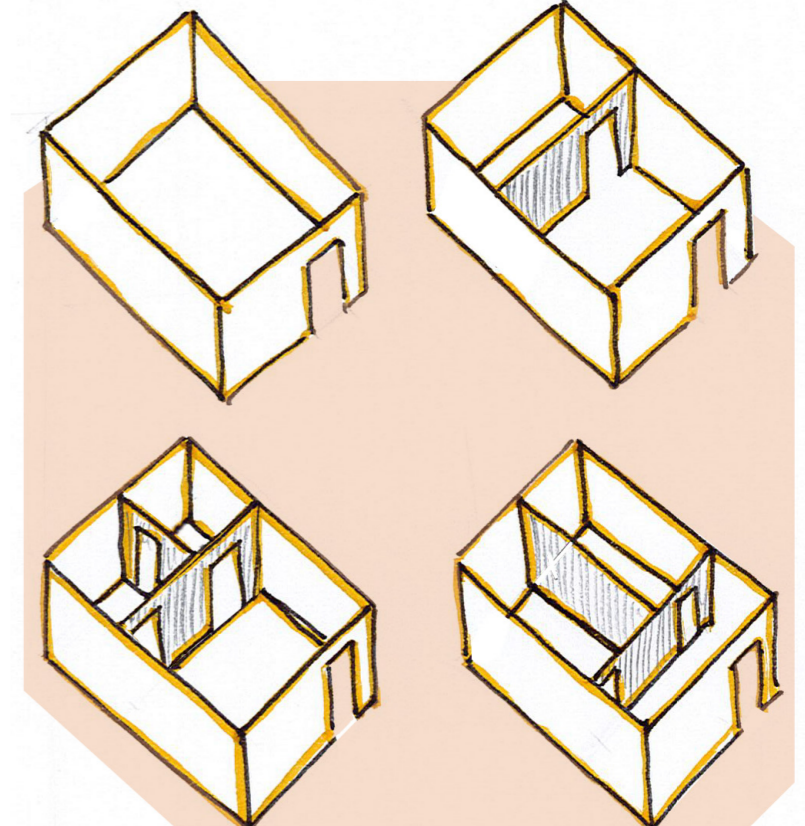
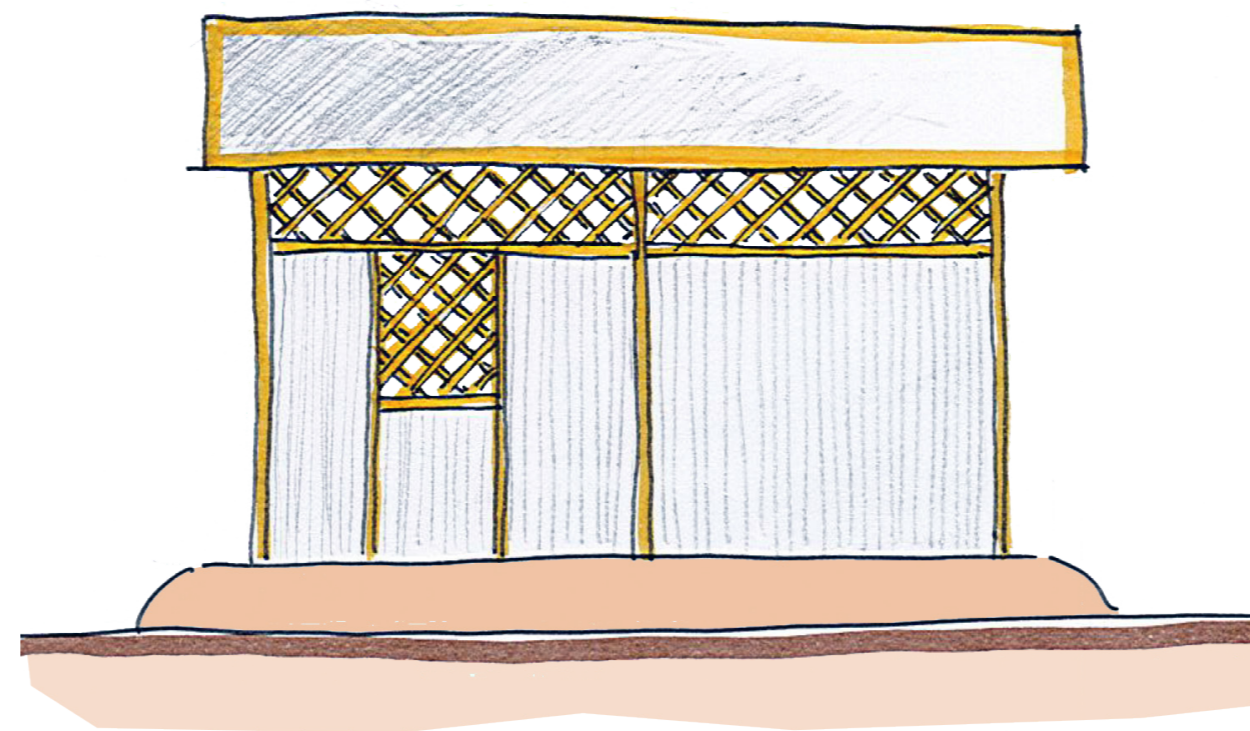
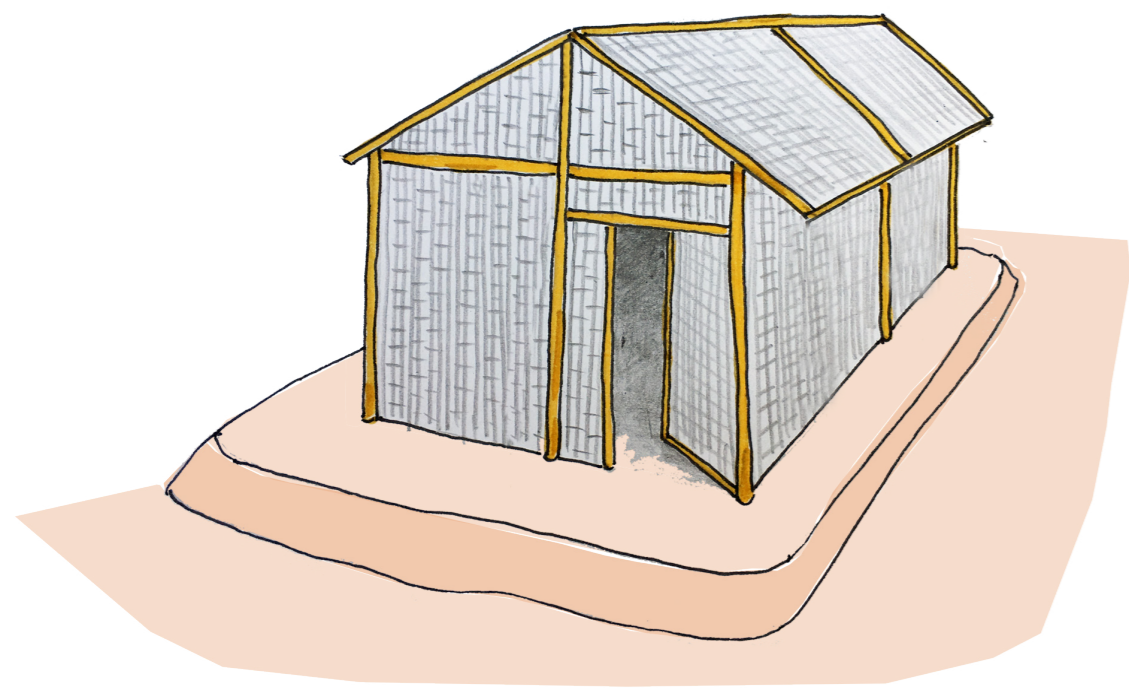


দেয়াল | খোলা স্থানসমূহ | বায়ুচলাচল

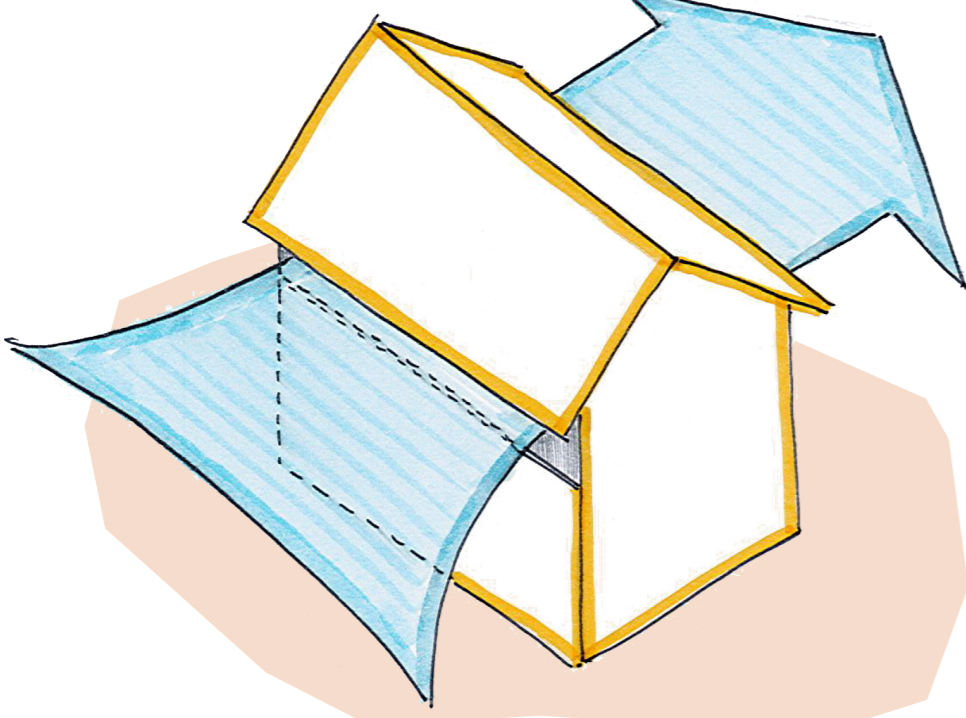
শেল্টারের ভেতরে গরমে ঠান্ডা পাবার জন্য দেয়াল এবং ছাদে বাঁশের বেড়া ব্যবহার করুন

ঘরের অভ্যন্তরে ঠান্ডা রাখা, বাতাস চলাচল এবং দিনের আলো পাওয়ার জন্য ঘরে জানালা ও গেরেঞ্জা রাখুন।

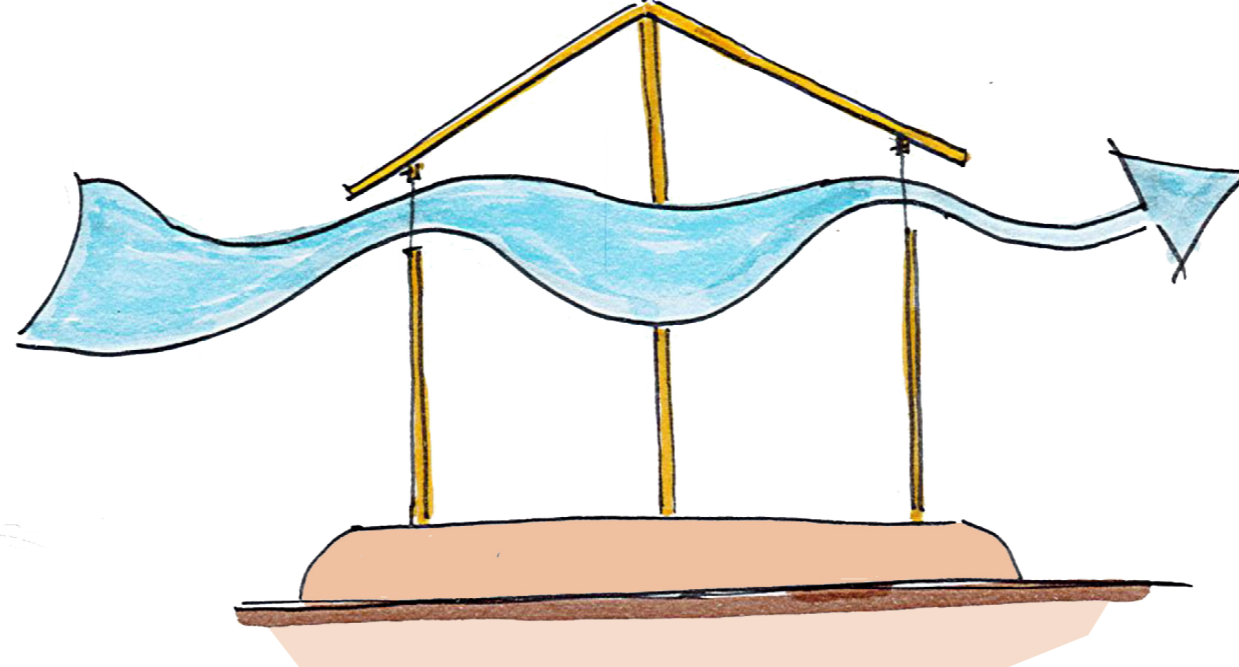
গোপনীয়তার জন্য পার্টিশন তৈরি করুন



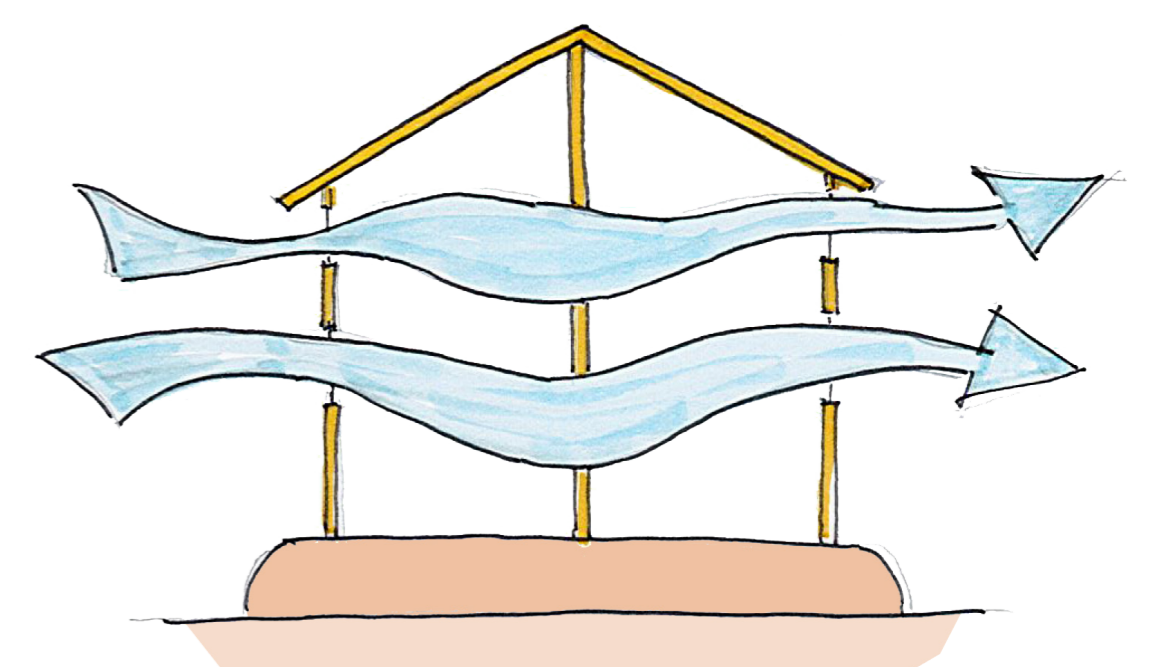
গেরেঞ্জার মধ্যদিয়ে বাতাস চলাচল



গেরেঞ্জার মধ্যদিয়ে বাতাস চলাচল শেল্টারকে ঝড়ো বাতাসে উড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে

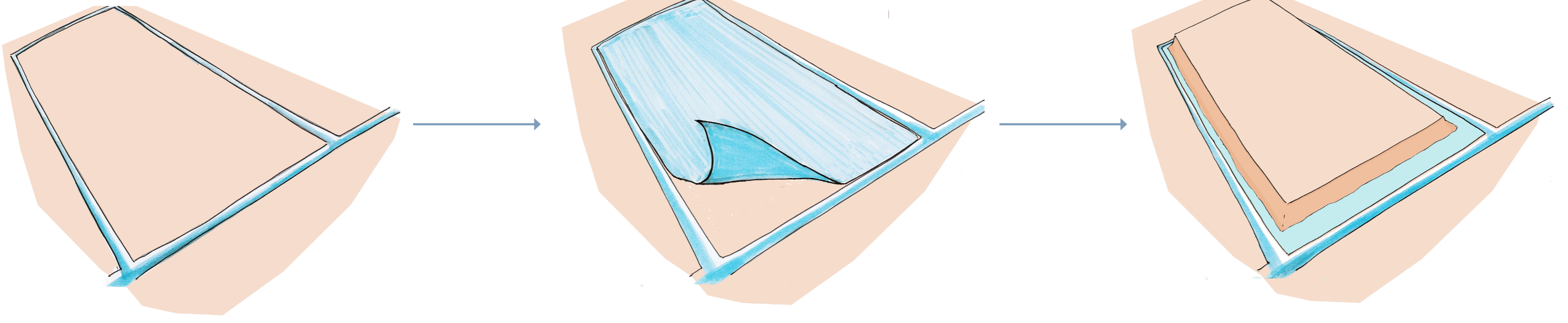


গেরেঞ্জা ও জানালার মধ্যদিয়ে বাতাস চলাচল

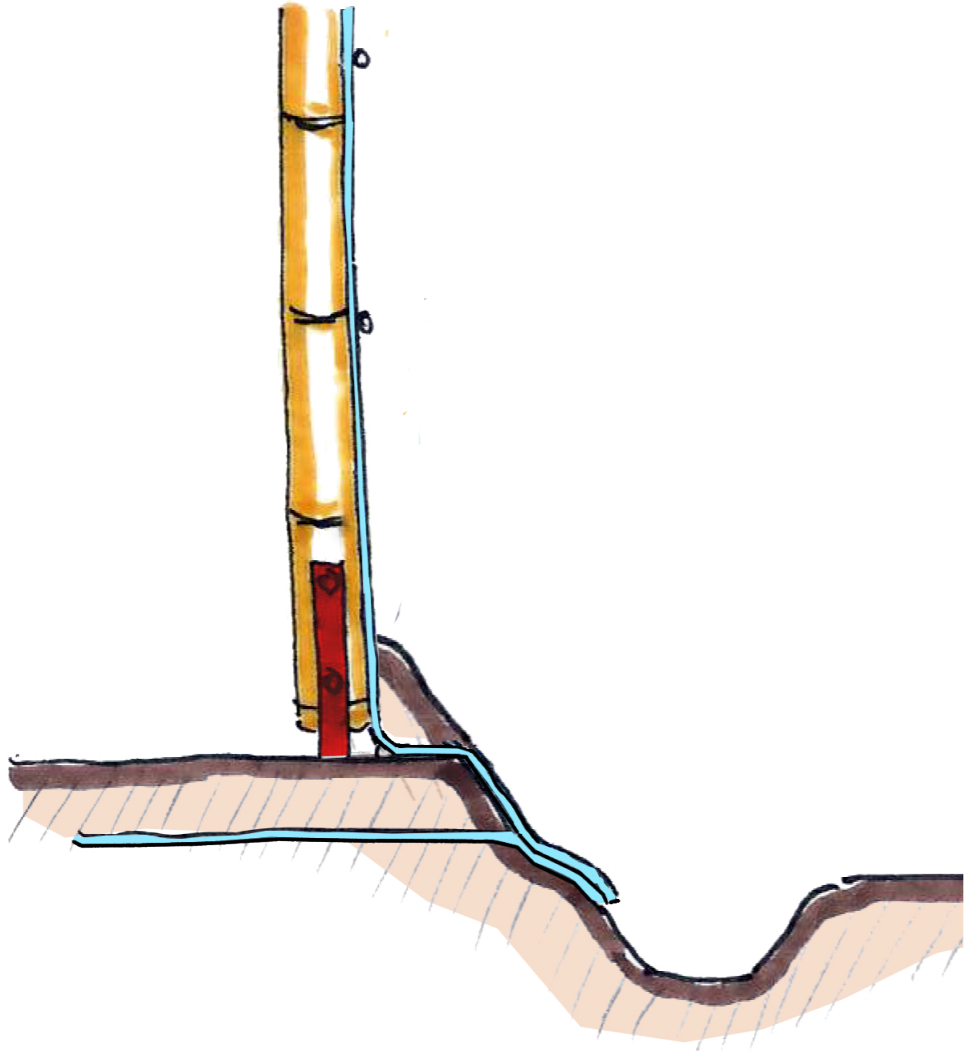


মেঝে/ আর্দ্রতা রোধক

মেঝের আর্দ্রতা কমানোর জন্য ভিটি/মেঝের অভ্যন্তরে আর্দ্রতা রোধক তৈরী করুন

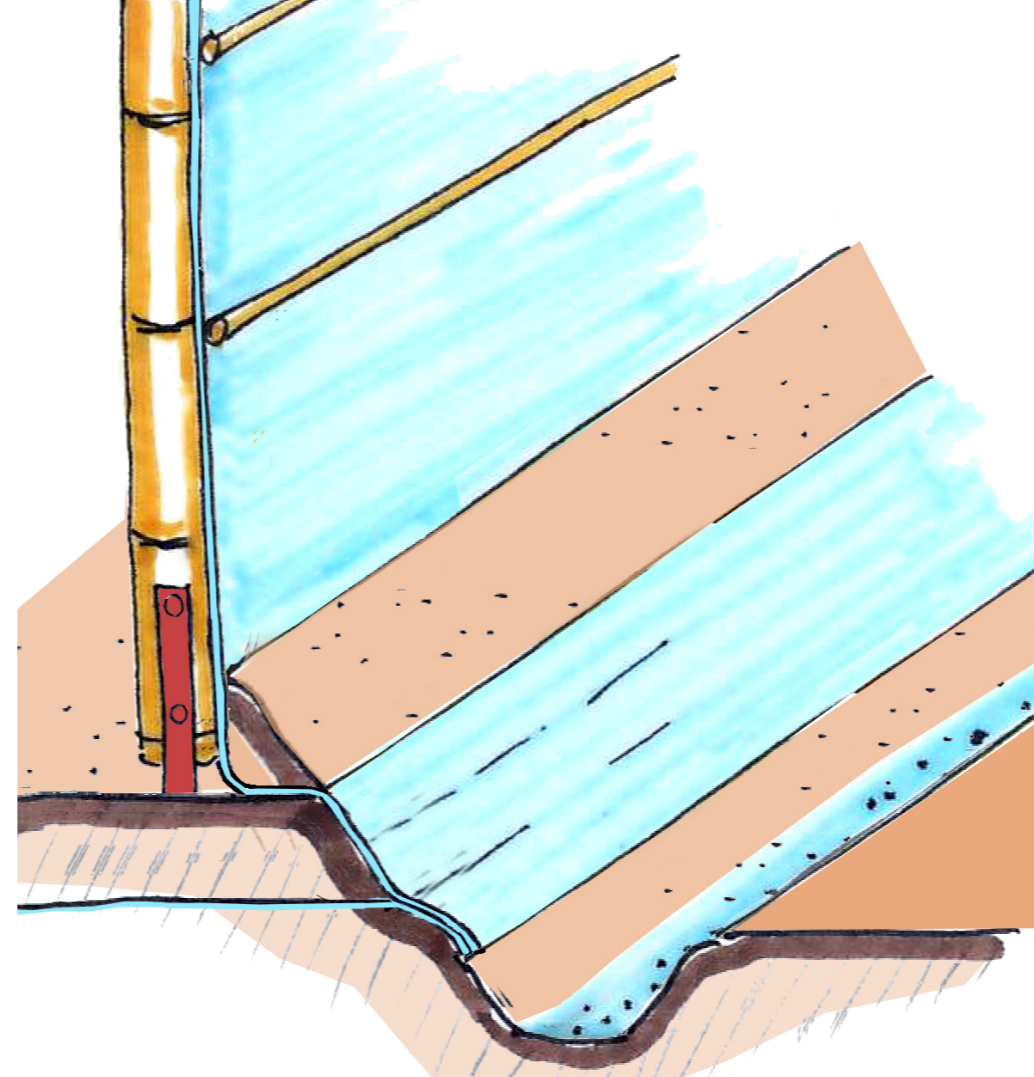


আপনার প্লটের নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরী করুন, সমতল করুন এবং ভূমি পরিষ্কার করুন।



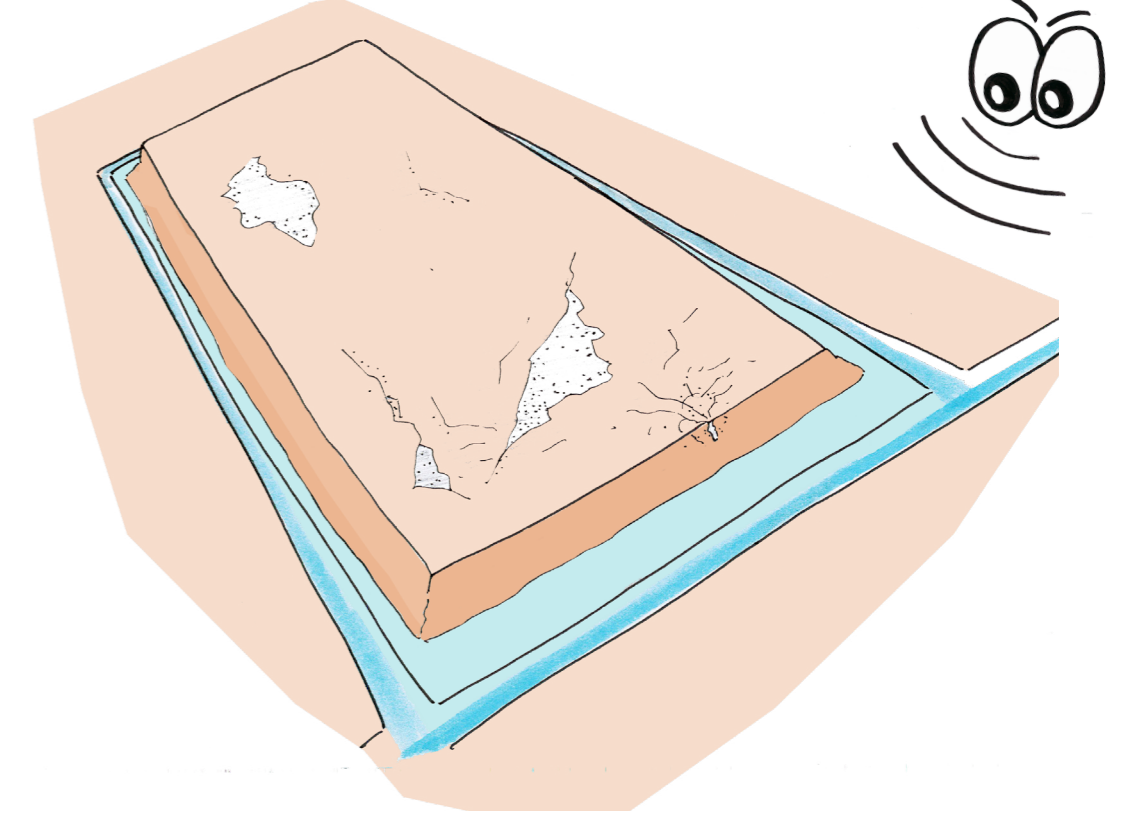
ভিটির নিম্নদেশে ব্যবহৃত তারপলিন ও পাস্টিকশীটটি ড্রেনের নিচ পর্যন্ত প্রসারিত করুন

আপনার শেল্টার নির্মানের পুরো জায়গা (ড্রেনের কিনারা পর্যন্ত) পাস্টিক অথবা তারপলিন দিয়ে ঢেকে দিন



বৃষ্টির অথবা বন্যার পানি শেল্টারের ভিতরে প্রবেশ রোধ করার জন্য দেয়ালে ব্যবহৃত তারপলিন দেয়াল থেকে ভিটির নীচদিয়ে ড্রেন পর্যন্ত প্রসারিত করুন।

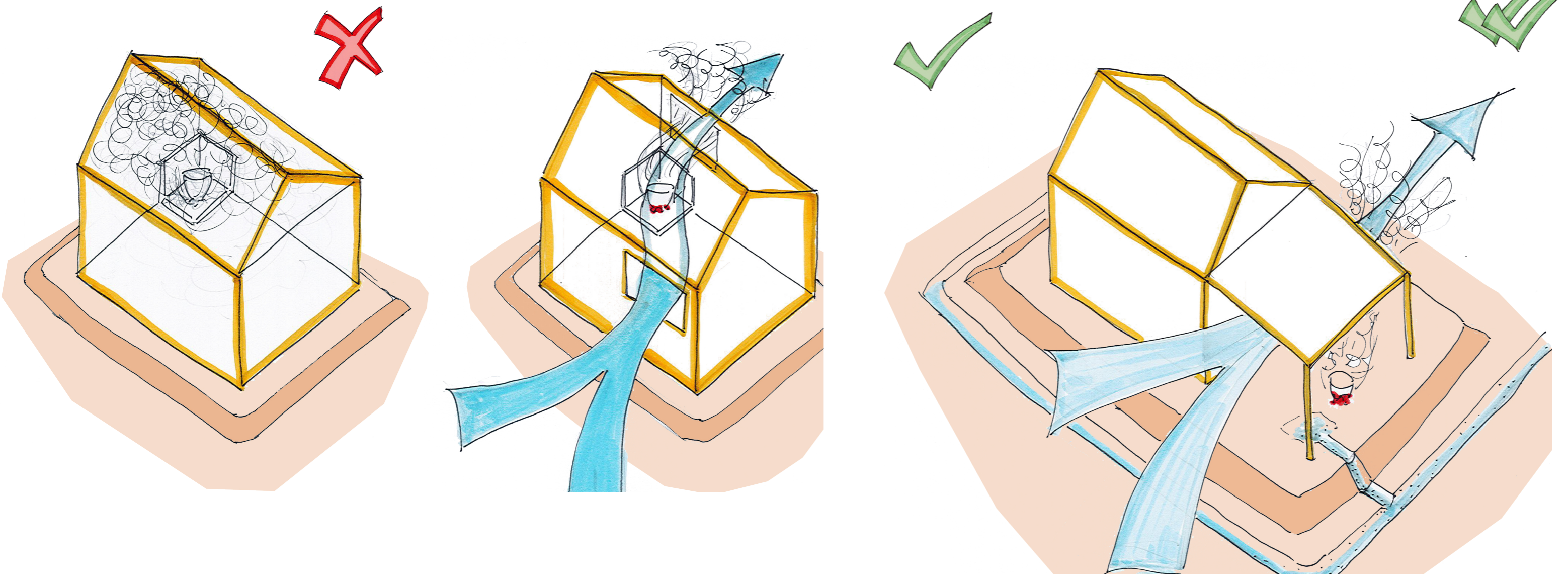
তারপলিনের উপর কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি ভিটি তৈরী করে ঢেকে দিন, যদি সম্ভব হয় ভিটির উপরিভাগে সিমেন্টের পাতলা স্তর দিয়ে মাটি সুরক্ষা করুন



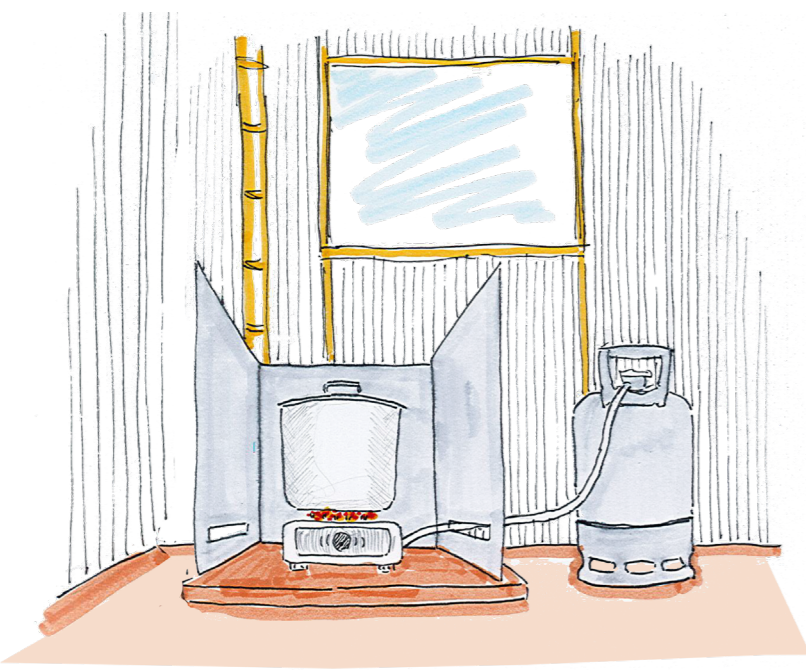
নিয়মিত মেঝে তদারক করুন এবং খেয়াল রাখুন উপরের স্তরে কোন ফাটল বা গর্ত হয়েছে কিনা। সিমেন্ট মিশানো মাটি দিয়ে তা ভরাট করুন। সিমেন্ট ও কাদামাটির পাস্টার কোট ব্যবহার করে সেগুলো সুরক্ষা করুন

রান্না

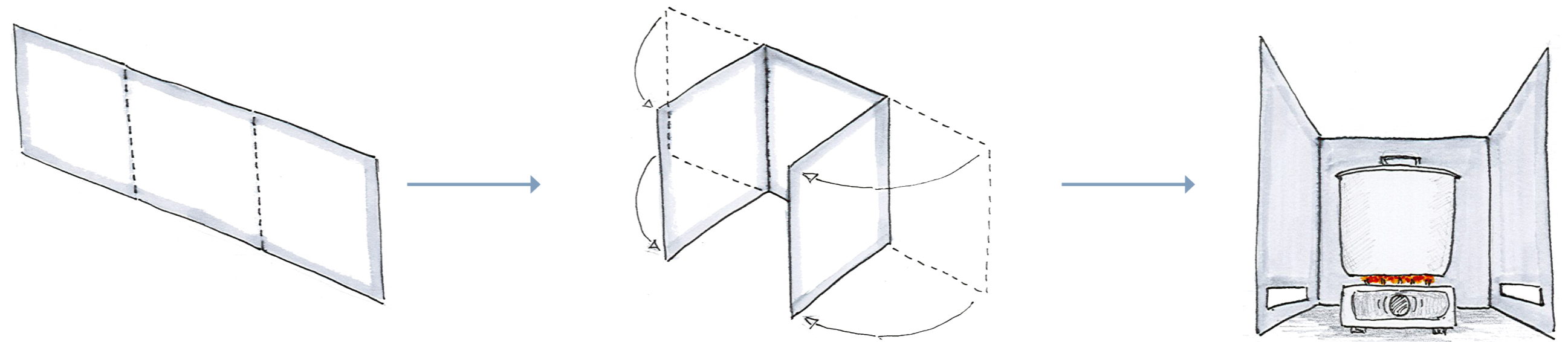
সম্পূর্ণ বন্ধ ঘরের ভিতরে রান্না করবেন না



যদি ঘরের ভিতরে রান্না করতে হয় তবে জানালার পাশে রান্নার জায়গা তৈরী করুন। চুলার পাশের বেড়াগুলো মাটির প্রলেপ দিয়ে আগুন ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা করুন।



4 ft



যদি গ্যাস দিয়ে রান্না করেন তাহলে জানালার পাশে রান্না করুন ও চুলা ও আগুন থেকে গ্যাস সিলিন্ডারকে কমপক্ষে ৪ ফুট দূরে রাখুন

আপনার রান্নার এলাকা নিরাপদ করার জন্য আপনি ধাতব/লোহার পাত ব্যবহার করতে পারেন